OneHope
God's Word. Every Child.

গ্লোবাল
ইয়ুথ কালচার
ডিজিটাল জেনারেশনের অন্তর্দৃষ্টি থেকে

সূচীপত্র

৩ সূচনা

৫ ধর্মীয় মনোভাব এবং আচরণ
১৬ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং লড়াইসমূহ
২৫ ডিজিটাল সংযুক্তি এবং প্রভাব
৩২ পরিচয় এবং সম্পর্ক
৪২ প্রভাব ও নির্দেশনার কন্ঠস্বর

৫০ রব হসকিনস এর চিঠি
৫১ ওয়ানহোপ সম্পর্কে
৫১ গবেষণা পদ্ধতি
৫২ তথ্য সংগ্রহ
৫৩ সংজ্ঞা

সূচনা

বর্তমানে পৃথিবীতে মোট জনসংখ্যার ১১% কিশোর-কিশোরী[১]। এই গ্রহে প্রতি ১০ জন মানুষের মাঝে ১ জন রয়েছে যে শৈশব থেকে কৈশোরে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ১০ জনের মাঝে থাকা এই ১ জন কিশোরকে বয়ঃসন্ধিতে প্রবেশ, সমাজের নোংরামির মুখোমুখি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এবং ভুল করা, এসবকিছুর মধ্য দিয়ে যেতে হয় যখন কিনা এটি তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা শুরু করার সময়।

আমরা জানি যে কৈশোরকালীন সময় অত্যন্ত কঠিন, এবং যে বিষয়গুলোতে আমরা অধিক গুরুত্ব দিয়েছি তার মধ্যে একটি হল এই কৈশোরকালীন সময়ে তাদের বিশ্বাসের যাত্রা। তাই আমরা বিশ্বব্যাপী ১৩-১৯ বছর বয়সীদের একটি অনলাইন সমীক্ষা চালিয়েছি।

---

১ জাতসিংঘ জনসংখ্যা বভিাগ, মোটে জনসংখ্যা তথ্যশালা, https://population.un.org/wpp/ DataQuery/ Accessed August 2020.

২০ দেশ

১৪ ভাষা

৮,৩৯৪ ডিজিটালভাবে যুক্ত কিশোর-কিশোরী

বয়স ১৩-১৯

৭০ প্রকার সমীক্ষা

আফ্রিকা: কেনিয়া, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা (১,২৭৫ কিশোর-কিশোরীর মাঝে সমীক্ষা)

এশিয়া: চায়না, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম (২,১০০ কিশোর-কিশোরীর মাঝে সমীক্ষা)

ইউরেশিয়া: মিসর, হল্যান্ড, পর্তুগাল, রোমানিয়া, রাশিয়া, স্পেন, যুক্তরাজ্য (২,৯৩৬ কিশোর-কিশোরীর মাঝে সমীক্ষা)

লাতিন আমেরিকা: আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, মেক্সিকো (১,৬৭৩ কিশোর-কিশোরীর মাঝে সমীক্ষা)

উত্তর আমেরিকা: যুক্তরাষ্ট্র (৪১০ কিশোর-কিশোরীর মাঝে সমীক্ষা)

কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্কে

পুরুষ ৫১%
নারী ৪৯%

বয়স

১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৫%	৪%	৬%	১৩%	১৫%	২৭%	৩০%

অন্যান্য ধর্মাবলম্বী **২৩%**

- *মুসলমান ১২%*
- *বৌদ্ধ ৫%*
- *হিন্দু ৪%*

খ্রীষ্টিয়ান **৪৩%**

ধর্মহীন **৩৪%**

- *নাস্তিক ১৫%*
- *নাই ১৩%*
- *অজ্ঞেয়বাদী ৫%*

তাদের উত্তরগুলি অনেক জটিল ছিল, ঠিক এখনকার মতোই। তাদের প্রতিক্রিয়াগুলি পড়ার সময় মনে হয়েছে যেন এক আবেগের রোলার কোস্টার রাইড করছি। প্রথমে আমরা অবাক হয়েছিলাম যে তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই আছে যারা কখনো বাইবেল পড়েছে বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে, তারপর এটা জানতে পারাও সত্যিই আনন্দের ছিল যে তাদের অনেকেরই ইতিবাচক পারিবারিক অভিজ্ঞতা রয়েছে, তবে অনেক ভারাক্রান্তও হয়েছি যখন আমরা জানতে পেরেছি যে বিশ্বব্যাপী কিশোর-কিশোরীদের মানসিক লড়াইগুলি আমাদের কল্পনার চেয়েও অধিক, তারা তাদের পরিচয়ের বিভ্রান্তিতে রয়েছে, আশ্চর্য হয়েছি এটা জেনে যে তারা কার কাছে পরামর্শ খোঁজ করে, এবং পরিশেষে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা আমন্ত্রণ যে তাদের বিশ্বাসের উপর প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়ে আশার ঝলক খুঁজে পেয়েছি।

সেখানেই থাকুন... এই প্রতিবেদনটি একটি ভিন্ন যাত্রা! আপনি যদি শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য রাখেন তবে দেখতে পাবেন এটি সুন্দর একটি প্রকাশনা এবং অত্যন্ত সহায়ক। কিশোর-কিশোরীদের উন্নয়নের জন্যও তা প্রযোজ্য। এটি জটিল, কঠোর এবং কখনো হতাশাজনক মনে হতে পারে, তবে তারা কী ভাবছে তা যদি আপনি জানেন তবে আপনি তাদের জীবনের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ও গঠনকারী বছরগুলিতে নিরাপদে তাদের দিক নির্দেশনা দান করতে পারেন।

ধর্মীয় মনোভাব এবং আচরণ

আমরা যা খুঁজে পেয়েছি

বিশ্বব্যাপি কিশোর-কিশোরীরা...

বিশ্বের **অর্ধেকের বেশি** (৫২%) কিশোর-কিশোরীরা বলেছে যে **তারা নিজে থেকে কখনই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে নি।**

যে সমস্ত কিশোর-কিশোরীরা চার্চে যোগদান করে না তাদের ভাষ্যমতে তারা **আমন্ত্রণ পেলে যোগদানে আগ্রহী** এবং তারা আরোও জানিয়েছে যে খ্রীষ্টিয়ানদের তারা **ভাল এবং যত্নশীল** বলে মনে করে।

অর্ধেকেরও বেশি (৫২%) কিশোর-কিশোরী বিশ্বাস করে যে সমস্ত **ধর্ম সমানভাবে যুক্তিসিদ্ধ সত্য শিক্ষা দেয়।** অবিশ্বাসীদের মত খ্রীষ্টিয়ানরাও **সম্ভবত সেভাবেই** চিন্তা করে থাকে।

এটি মিস করবেন না।

বিশ্বে কিশোর বয়সী প্রতি **তিনজনের মধ্যে দুইজন** ব্যক্ত করেছে যে তাদের বিশ্বাস ভরসা বা আত্মিক যাত্রা **তাদের পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।**

ধর্মীয় সভায় উপস্থিতি, ধর্মগ্রন্থের সাথে সংযোগে এবং প্রার্থনার ক্ষেত্রে মুসলিমরা অন্যান্য সকল ধর্মের মধ্যে **সর্বোচ্চ সুশৃঙ্খল।**

খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীরা...

সমীক্ষানুযায়ী **৪৩%** কিশোর-কিশোরী **নিজেদের খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে দাবী করে।**

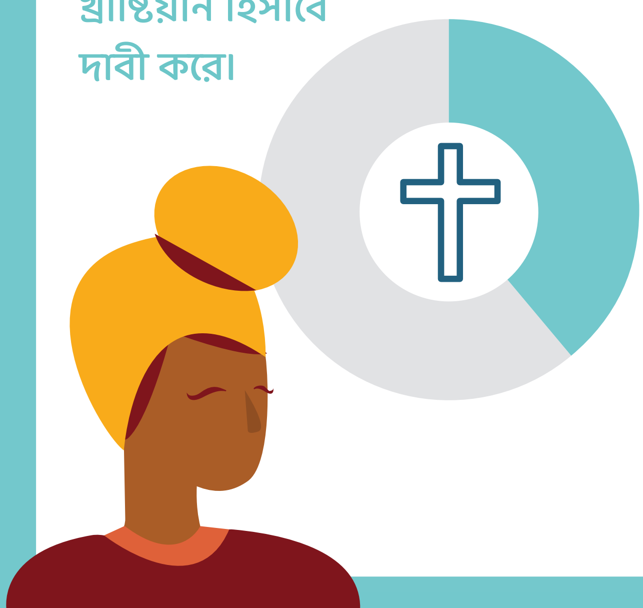

মাত্র **৭%** একজন **প্রতিশ্রুতিশীল খ্রীষ্টিয়ান** হিসাবে বিশ্বাস ও আচরণ প্রদর্শন করেছে। *(বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৯)*

যারা নিজেরাই নিজেদের খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে দাবী করছে তাদের মধ্যে **৪০% কখনোই বাইবেল পাঠ করে নি।**

কিশোর বয়সী যারা খ্রীষ্টধর্মের মূল বিশ্বাসকে ধরে রাখে, নিয়মিত বাইবেলের সাথে যুক্ত থাকে এবং প্রার্থনার অভ্যাস রয়েছে তাদের **ব্যক্তিগত সমস্যার সাথে লড়াইয়ের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম।**

সত্য হল...

বিশ্বব্যাপী কিশোর-কিশোরীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া খুব সম্ভবত কঠিন ছিল কারণ তারা এই কথা বলতে রাজি নয় যে সত্য কেবল একটি ধর্মেই পাওয়া যায়।

বিশ্বব্যাপী কিশোর বয়সীদের অর্ধেকেরও বেশি (৫২%) বিশ্বাস করে যে সমস্ত ধর্ম সমানভাবে যুক্তিসিদ্ধ সত্য শিক্ষা দেয়। খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীরা অবিশ্বাসীদের মতোই এই অবস্থানে থাকতে ইচ্ছুক। ইসলাম, বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্মের মতো অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের কিশোর-কিশোরীদের এই অবস্থানটি গ্রহণের সম্ভাবনা (৬৭%) যা অনেকটা বেশি বৈকি কম নয়।

এটা কি বিভ্রান্তিকর? হ্যাঁ, তবে মনে রাখবেন, তারা কিশোর-কিশোরীরা এই বিষয়গুলির সমাধান বের করার চেষ্টা করছে। যদিও তারা বলে যে আত্মিকতা তাদের পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তথাপি তারা আত্মিক সত্য কোথায় পাওয়া যাবে সে দিকে দৃষ্টি দিতে চায় না।

সত্যের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার অভাবের চেয়েও বিভ্রান্তিকর বিষয়টি হল তারা এটি অনুসন্ধান করে বলে মনে হয় না, এটি তারা খুব শেয়ারও করে না। যারা নিজের বিশ্বাস অন্যের সাথে শেয়ার করে না তাদের সাথে প্রায় অর্ধেক (৪৬%) কিশোর-কিশোরী নিজেদের বিশ্বাসের বিষয়গুলি শেয়ার করতে চায় না।

এমনকি খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীরাও এই চিন্তায় প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে হয়। একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু (৩০%) এই বক্তব্যের সাথে একমত নয় যে পাপ ক্ষমা কেবল যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমেই সম্ভব।

বিশ্বাস শেয়ার করা

যারা নিজের বিশ্বাসের বিষয়ে শেয়ার করে না তাদের সাথে কিশোর-কিশোরীরা কিভাবে প্রায়শই ধর্মীয় বা আত্মিক বিষয়গুলো আলোচনা করছে (প্রতি মাসেই বা আরো বেশি)

সকল কিশোর-কিশোরী	খ্রীষ্টিয়ান	মুসলমান	অন্যান্য ধর্মাবলম্বী
২৮%	৩২%	৪৬%	৩৫%

বাস্তবতা হল **৪৪% খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীরা এই বিষয়ে একমত নয় যে অন্যের সাথে নিজেদের বিশ্বাসের বিষয়ে শেয়ার করা তাদের দ্বায়িত্ব।**

বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় পরিচয়

অন্যান্য ধর্ম **২৩%**

- *মুসলমান ১২%*
- *বৌদ্ধ ৫%*
- *হিন্দু ৪%*

ধর্মহীন **৩৪%**

- *নাস্তিক ১৫%*
- *নাই ১৩%*
- *অজ্ঞেয়বাদী ৫%*

খ্রীষ্টিয়ান **৪৩%**

বিশ্বব্যাপী, **প্রত্যেক ৫ জনের মধ্যে ২ জন নিজেকে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে পরিচয় দিয়েছিল,** প্রত্যেক ৪ জনের মধ্যে ১ জন নিজেকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর হিসাবে চিহ্নিত করেছিল, এছাড়া প্রত্যেক ৩ জনের মধ্যে ১ জনের কোনও ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুশীলন ছিল না। আমরা যে সমস্ত অঞ্চল নিয়ে অধ্যয়ন করেছি সেগুলির মধ্যে আফ্রিকাতে সর্বাধিক এবং এশিয়ায় সবচেয়ে কম খ্রীষ্টিয়ান ছিল।

অঞ্চলভেদে ধর্ম

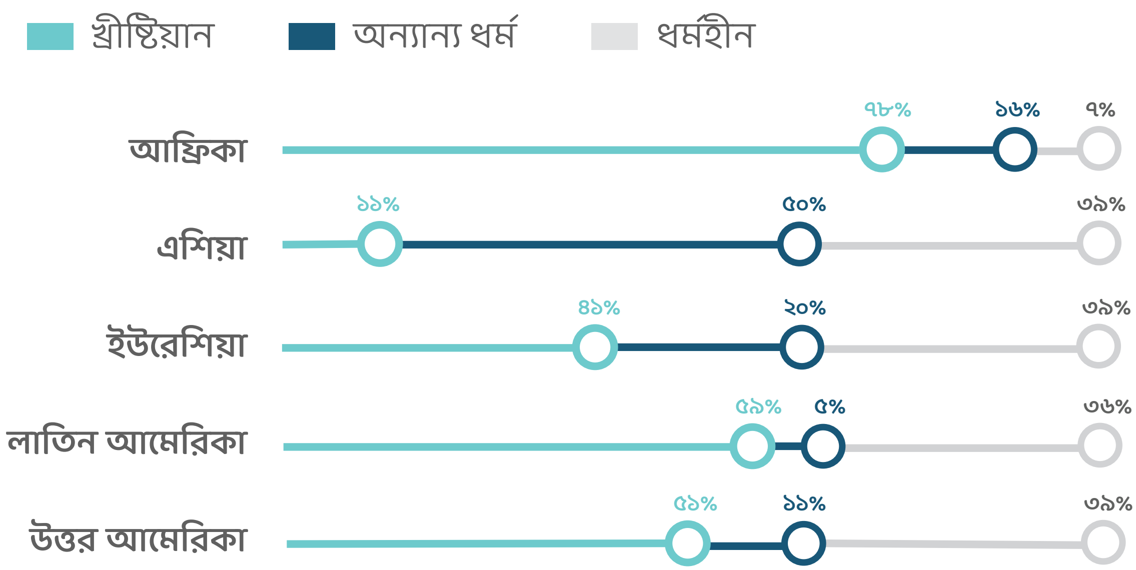

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিন্তু স্বল্প

খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীরা যারা যীশু খ্রীষ্টের সাথে নিজের পদচারণা সম্পর্কে খুব আন্তরিক তারা ব্যক্তিবিশেষে, পারিপার্শ্বিকতা এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে ভিন্ন রকম হতে পারে। ওয়ান হোপ বিশ্বাস এবং আচরণের একটি বর্ণনা তৈরি করেছে যা একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।

কিশোর বয়সী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ানের ৬টি বৈশিষ্ট্য

- ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বরের সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে
- অন্তত প্রতি সপ্তাহে প্রার্থনায় সময় কাটায়
- নিজে শাস্ত্রপাঠ করে অন্তত সপ্তাহে একবার

- বিশ্বাস করে যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র
- বিশ্বাস করে যে একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়
- বিশ্বাস করে যে বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য

** লক্ষ্য করুন যে, এই সমস্ত কিশোর-কিশোরীরা নিজেরা নিজেদের খ্রীষ্টিয়ান দাবী করে। তারা কিন্তু যিহোবার উইটনেস বা মরমন নয়। একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান ক্যাথলিক, সেভেনথ ডে অ্যাডভেনটিস্ট, অর্থোডক্স বা অন্যান্য যে কোন মন্ডলীর যে কেউ হতে পারে।*

বিশ্বব্যাপী, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরী খুব কমই আছে। যদিও ৪৩% কিশোরবয়সী খ্রীষ্টিয়ানকে তাদের ধর্ম বলে দাবি করেছে, তবে মাত্র ৭% এর বিশ্বাস এবং আচরণগুলি প্রদর্শন করে যে যা তারা খ্রীষ্টিয় পদক্ষেপের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নামে মাত্র খ্রীষ্টিয়ান *সেসমস্ত কিশোর-কিশোরী যারা নিজেকে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে পরিচিত করে তবে উপরে বর্ণিত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ানের বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যসমূহের একটিও বা কোনোটি বিশ্বাস বা অভ্যাসে প্রদর্শন করে না।*

অঞ্চলভেদে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান

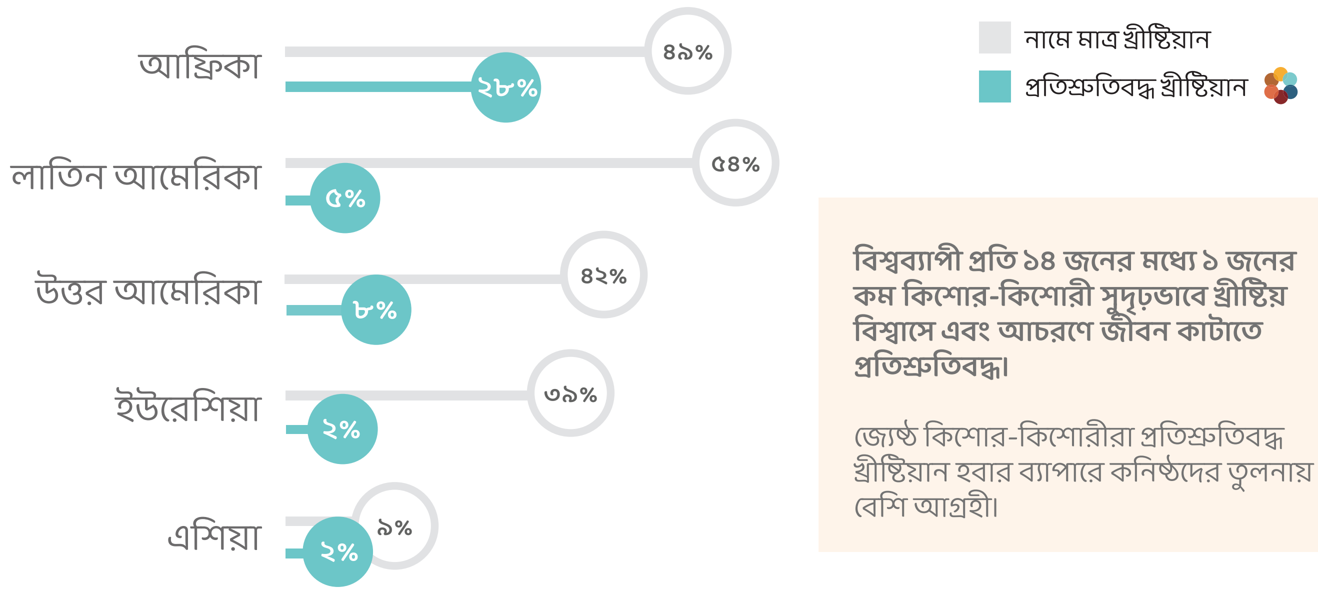

বিশ্বব্যাপী প্রতি ১৪ জনের মধ্যে ১ জনের কম কিশোর-কিশোরী সুদৃঢ়ভাবে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসে এবং আচরণে জীবন কাটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জ্যেষ্ঠ কিশোর-কিশোরীরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান হবার ব্যাপারে কনিষ্ঠদের তুলনায় বেশি আগ্রহী।

বয়সানুযায়ী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবার সুবিধা

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার ইতিবাচক সুবিধা অনস্বীকার্য। উদাহরণস্বরুপ:

- প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ানরা অন্যান্য কিশোরবয়সীদের তুলনায় খুব কমই বলেছে যে তারা সম্প্রতি হতাশাগ্রস্থ হয়েছে (৩৫% বনাম ৪৬%)।
- যারা সম্প্রতি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে তাদের মধ্যে তারা অর্ধেকেরও কম। (৩% বনাম ৭%)।
- যারা লিঙ্গ পরিচয়ে সন্দিহান তাদের মধ্যেও তারা অনেক কম (৬% থেকে ১১%)।
- বিশ্বব্যাপী যে কিশোর-কিশোরীরা সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত সেই গড়হিসাবে তারা প্রায় অর্ধেক (১২% বনাম ২১%)।

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান কিশোরবয়সীরা আমাদের সমীক্ষা করা সকল ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যার বিষয়ে তুলনামূলক কম হারের কথা বলেছিল।

ব্যক্তিগত লড়াইসমূহ

গত তিন মাসে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে:

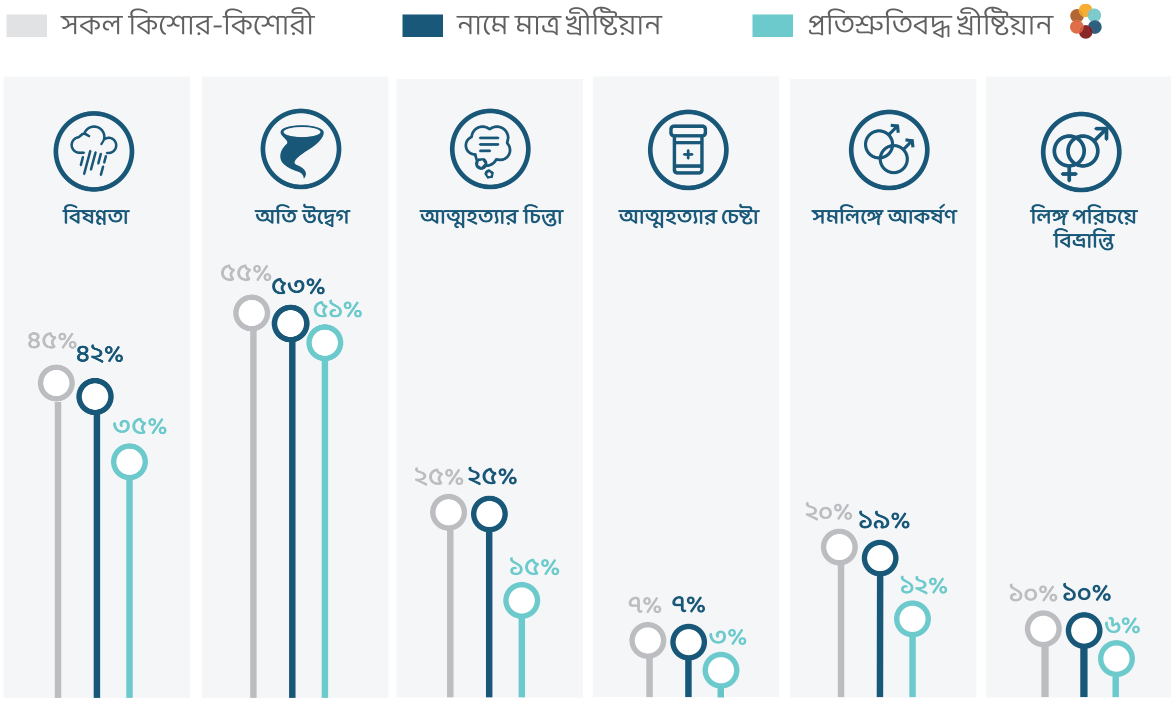

ধর্মীয় আচরণ

নামে মাত্র খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীদের তুলনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে অধিক ধর্মীয় আচরন পরিলক্ষিত হয়:

নামে মাত্র খ্রীষ্টিয়ান
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান

মন্ডলীতে উপস্থিতি

মন্ডলীতে সপ্তাহান্তে বা হঠাৎ উপস্থিতি হয়।

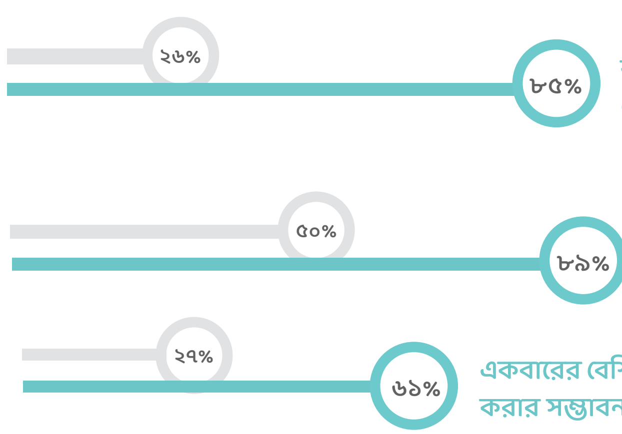

কমপক্ষে তিনবার যোগ দেয়!

বিশ্বাসকে শেয়ার করে

বিশ্বাস করে যে নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস অন্যের সাথে শেয়ার করা একটি দ্বায়িত্ব।

এমন মানুষদের সাথে ধর্মীয় বা আত্মিক বিষয় সম্বন্ধে কথা বলে সাধারণত যারা নিজেদের বিশ্বাস সম্পর্কে মাসে একবার বা কখনোও কারো সাথে শেয়ার করে না।

একবারের বেশিও শেয়ার করার সম্ভাবনা রয়েছে!

ধর্মীয় অভ্যাসসূহ

শাস্ত্রের সাথে যোগাযোগ

৫২% কিশোর-কিশোরীরা কখনোই নিজে থেকে ধর্মগ্রন্থ পড়ে না।

বিশ্বব্যাপী ৫২% এর চেয়েও অধিক কিশোর-কিশোরীরা বলেছে যে তারা কখনোই নিজে থেকে ধর্মগ্রন্থ পড়ে না।

নিজেকে খ্রীষ্টিয়ান দাবী করা ৪০% কিশোর-কিশোরী বলেছে যে তারা কখনোই বাইবেল পড়ে নি।

মুসলমানরা সারাদিনে যেকোনভাবে প্রায় ৩ বার কোরআনের সাথে যুক্ত হয় (৩৬%) আর খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীরা সে তুলনায় বাইবেল কম পড়ে (১১%)।

মন্ডলীতে উপস্থিতি

- সপ্তাহান্তে বা আরো বেশি
- প্রতি মাসে
- বছরে কয়েকবার বা তাও না

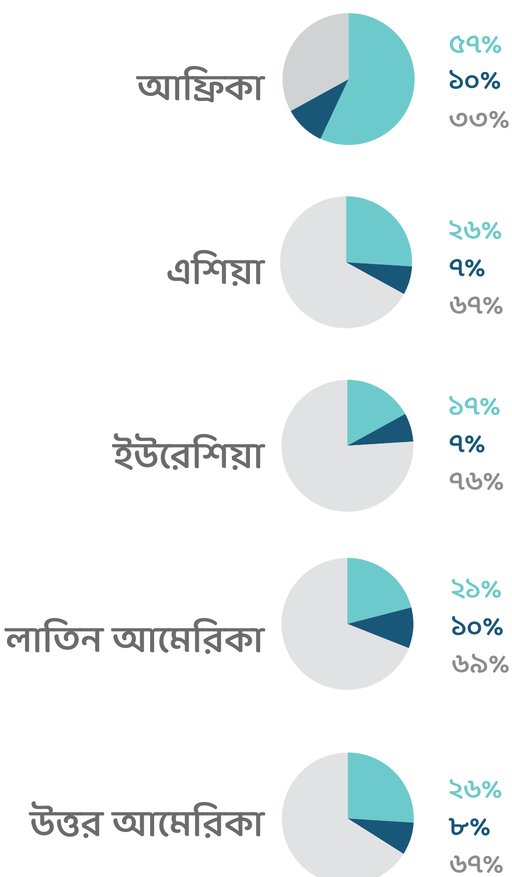

শাস্ত্রের সাথে সর্বনিম্ন যোগাযোগ

% যারা বলেছে যে তারা কখনো পড়ে নি

কিশোর-কিশোরীরা বলে যে তাদের অন্যান্য ধর্মীয় অভ্যাসগুলোর চেয়ে প্রার্থনার অভ্যাসটি বেশি রয়েছে।

সব ধর্ম নির্বিশেষে, ৪২% কিশোর-কিশোরী বলে যে তারা প্রতি সপ্তাহে বা দৈনিক প্রার্থনা করে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এর আরো বিবরণ দেখুন।

সমীক্ষানুযায়ী মুসলমানরা প্রতিদিন প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে তুলনামূলক বেশি সুশৃংখল ৭২% যেখানে খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীরা ৪১% ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী কিশোর-কিশোরীর এই হার ৩৩%।

আত্মিকতার জীবন যাপন করা শুধুমাত্র ধর্মীয় অভ্যাসগুলি অনুশীলন করার চেয়ে ভিন্ন কিছু। একজন কিশোরবয়সী কোথায় উপাসনার জন্য যাচ্ছে এবং শাস্ত্রের কোন শিক্ষাগুলির সাথে সে যুক্ত হচ্ছে তা তার কল্পনা, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত লড়াইসমূহকে প্রভাবিত করে থাকে।

বিশ্বব্যাপী কিশোর-কিশোরীদের ধর্মীয় অভ্যাসসমূহ

আমরা কিশোর-কিশোরীদের ধর্মীয় অভ্যাসগুলির সমীক্ষা করেছি যেমন তাদের নিজেদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে একত্রিত হওয়া, ধর্মগ্রন্থ পড়া এবং প্রার্থনা করা। আমাদের গবেষণার সমস্ত ধর্মের মধ্যে, মুসলিমরা তাদের আত্মিক অনুশীলনসমূহে সবচেয়ে বেশি শৃঙ্খলা প্রদর্শন করেছিল।

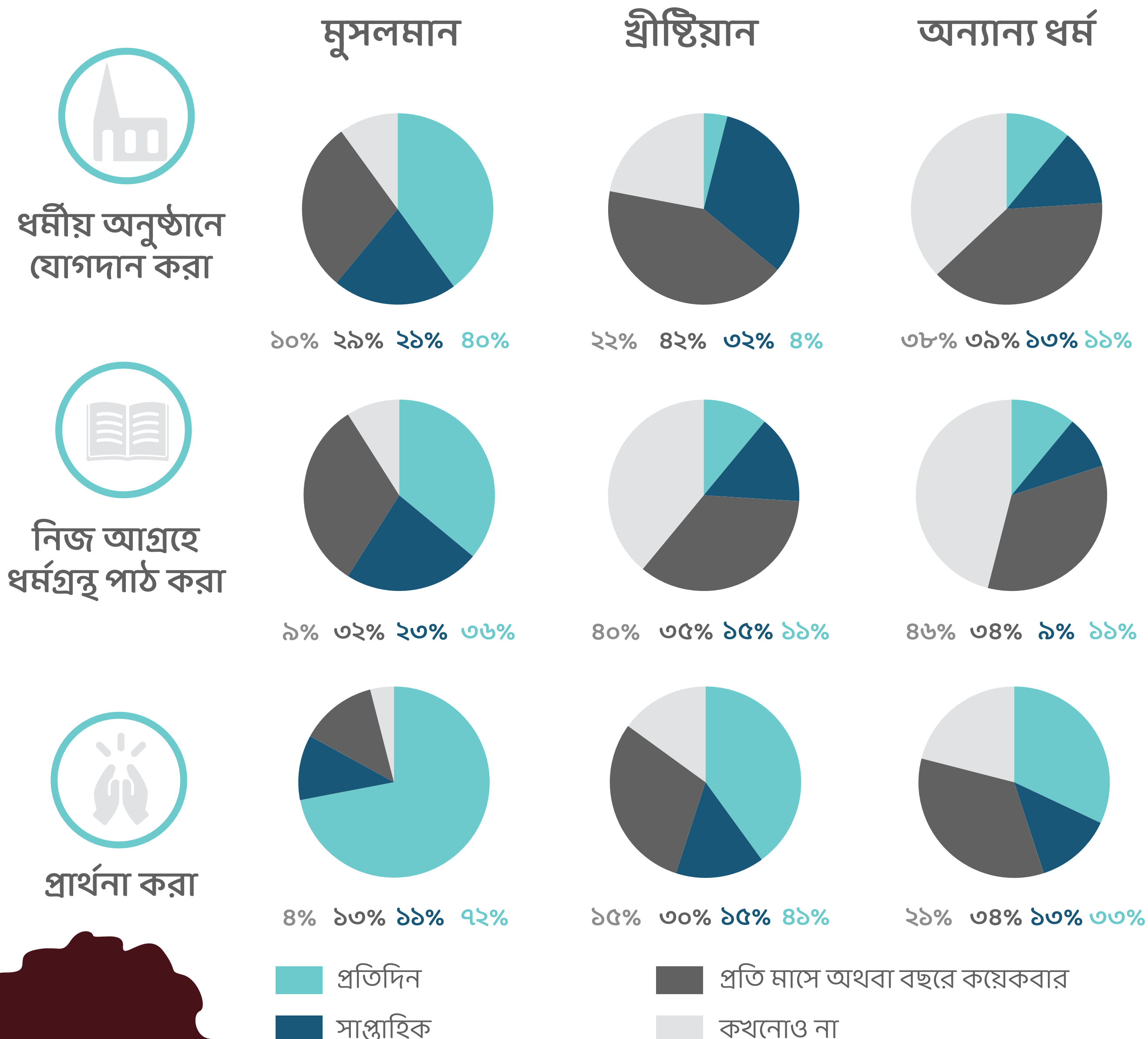

আত্মিকতা একটি পরিচয়

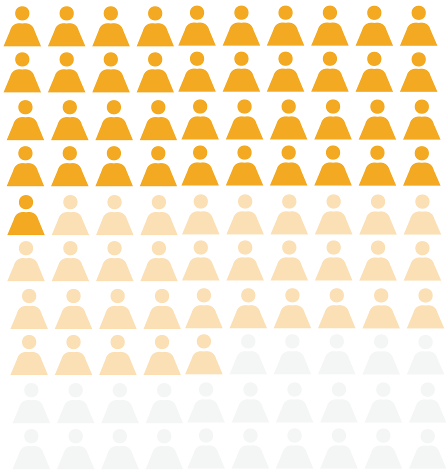

কিশোর-কিশোরীদের **৪১%** যারা কখনো মন্ডলীতে যেতে পারে না তারা আমন্ত্রণ পেলে আসতে চায়।

৩৪% জানিয়েছে যে এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত নয়।

আমি কোন খ্রীষ্টিয়ানকে জানি না

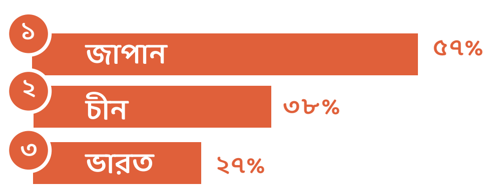

আশ্চর্যজনকভাবে, বিশ্বব্যাপী কিশোর-কিশোরীরা আত্মিকতার খোঁজ করছে, তাদের নিজ ধর্মীয় অধিভুক্তি অগ্রাহ্য করে।

বিশ্বের প্রতি ৩ জন কিশোরবয়সীর মধ্যে ২ জনই মনে করে যে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বা আত্মিক যাত্রা তাদের পরিচয়ের এক গুরত্বপূর্ণ অংশ। লক্ষণীয়ভাবে ধর্মহীন কিশোর-কিশোরীদের প্রায় অর্ধেকও (৪৪%) সেটাই বলে।

কিশোর-কিশোরীদের ৪১% যারা কখনো মন্ডলীতে যেতে পারে না তারা আমন্ত্রণ পেলে আসতে চায় জানিয়েছে। প্রত্যেক ৪ জনের ১ জন শুধু বলেছে যে তারা আসবে না।

আরো ভালো খবর: বিশ্বাসীদের প্রতি কিশোর-কিশোরীদের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ইতিবাচক।

৭১% নন-খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরী বলেছে যে, তারা যে সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের জানে তারা খুবই ভালো এবং যত্নশীল। যদিও এশিয়ার কিছু দেশে স্বল্পসংখ্যক কিশোর-কিশোরী জানিয়েছে যে তারা কোন খ্রীষ্টিয়ানকেই চিনে না।

কিশোর-কিশোরীরা মন্ডলীতে যেতে চায়

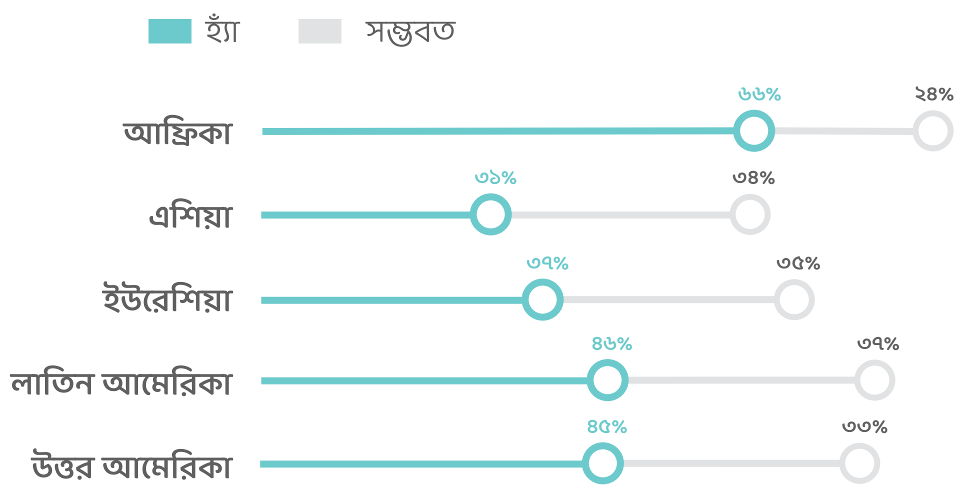

উপসংহার

মনে রাখবেন, এটি কেবল একটি খন্ডচিত্র। সুসংবাদটি হল এখানে চিত্রিত অল্পবয়সীদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভ্যাসগুলি স্থিরতা থেকে অনেক দূরে। এই গবেষণাটি আমাদের অত্যন্ত মূল্যবান উপলব্ধি দেয় এবং বয়স অনুযায়ী তাদের কীভাবে নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করা যায় সে সম্পর্কে কিছু ব্যবহারিক প্রভাব এবং মনোযোগ প্রদানে আমাদের নির্দেশ করে।

- জিজ্ঞাসা ক্ষতি করে না!
  কিশোর-কিশোরীরা, সামগ্রিকভাবে, আত্মিকভাবে খোলা রয়েছে এবং অবিশ্বাসীরা আপনার চিন্তার চেয়েও মন্ডলীর দিকে যেতে বেশি আগ্রহী হতে পারে। দয়ালু এবং যত্নশীল হিসাবে খ্রীষ্টিয়ান সম্পর্কে তাদের ধারণা ইতিবাচক। চিরন্তন নিয়তির জন্য তাদের প্রতি যত্ন নিন এবং আত্মিক যাত্রা সম্পর্কে শেয়ার করতে ভয় পাবেন না যা আপনার নিজের পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

- সঠিক বিষয়কে সহজে বিশ্বাস করা যথেষ্ট নয়।
  যে কিশোর-কিশোরীরা খ্রীষ্টধর্মের মূল বিশ্বাসকে ধরে রাখে এবং শাস্ত্রপাঠে ও প্রার্থনার অভ্যাসের সাথে নিজেদের যুক্ত রাখে তাদের জীবনে বড় পার্থক্য দেখা যায়। এটি খুবই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ যে, কিশোর-কিশোরীদের নামে মাত্র খ্রীষ্টিয়ান না হয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান হতে তাদের সামনে আদর্শ হতে হবে এবং ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর বাক্য এবং প্রার্থনার মাধ্যমে উৎসাহ দিয়ে তাদের সহায়তা করতে হবে। এই দুটি বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের সুশৃংখল করতে মনোনিবেশ করুন এবং আপনি হয়তো দেখতে পাবেন যে তাদের জীবনের অন্যান্য জিনিসগুলি সঠিক জায়গায় অবস্থান নিচ্ছে।

- যীশুকে বিশ্বাস করা একটি পরিচয় এবং শৃঙ্খলা উভয়ই
  যদিও কিশোর-কিশোরীরা খুব দ্রুত একমত হতে পারে যে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সকল বিশ্বাসের রক্ষা করার ক্ষমতা থাকে না। আমাদের সকল পাপের ক্ষমা যে শুধুমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টই দিতে পারেন, খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীদের এই অনবদ্য সত্যের পক্ষে স্বইচ্ছায় দাড়াঁতে হবে। এটি সুসমাচারের হৃদয় যা প্রত্যেককে শুনতে হবে এবং নিজের জন্য বিশ্বাস করতে হবে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং লড়াইসমূহ

আমরা যা খুঁজে পেয়েছি

কিশোর-কিশোরীদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা মানসিক স্বাস্থ্য, অতি উদ্বেগ, একাকিত্ব, বিষন্নতা, এবং আত্মহত্যার বিভিন্ন উপায় ও পদক্ষেপের সাথে লড়াই করছে।

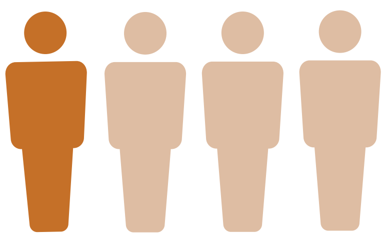

কিশোরবয়সী প্রত্যেক **৪** জনের **১** জন গত তিন মাসে আত্মহত্যার ব্যাপারে চিন্তা করেছে

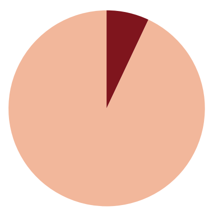

১৪ এর মধ্যে ১ জন

বলেছে যে তারা আসলে তাদের নিজের জীবন নেওয়ার **চেষ্টা করেছিল**।

মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় **মেয়েরা বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়** এবং দেখা যায় **তারা প্রায় দ্বিগুণ হারে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল।**

বিশ্বব্যাপী কিশোর-কিশোরীরা

সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী কিশোর-কিশোরীদের প্রত্যেক **১০ জনের ৩ জন** গত তিন মাসের মধ্যে যৌনসম্পর্কে জড়িয়েছে।

খ্রীষ্টিয়ান

এই হার **খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে সর্বাধিক** (৩ জনে ১ জন)

নোট: এটি অবিবাহিত কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্কে

সমীক্ষানুযায়ী গত তিন মাসে কিশোর-কিশোরীদের **প্রতি ৫ জনের ১ জন সমলিঙ্গের প্রতি যৌন-আকাঙ্খা অনুভব করেছে।**

একজন কিশোরের বাস্তবতার এক ঝলক

এই গবেষণায় কিশোর-কিশোরীরা আমাদের সম্মুখে নিজে থেকেই বলেছে যে তারা কিছু গুরুতর ব্যক্তিগত লড়াইয়ের সাথে মোকাবিলা করছে, বর্তমান বিশ্বের একজন অল্পবয়সী হিসাবে কঠিন বাস্তবতা সম্পর্কে শেয়ার করেছে। যদিও এটি অস্বস্তিকর হতে পারে তবুও আমরা কেবল তখনই তাদের বুঝতে পারি এবং সাহায্য করতে পারি যখন আমরা তাদের দৃষ্টিতে জীবন কেমন তা দেখতে আগ্রহী হই।

মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত

করোনা ভাইরাস মহামারীর আগেও কিশোর-কিশোরীরা একাকীত্বের সাথে তাদের লড়াইয়ের বিষয়ে উদ্বেগজনক হারে প্রতিবেদন করেছে, উদ্বেগ, হতাশা, আত্মহত্যা, যৌন ক্রিয়াকলাপ, সমকামী আকর্ষণ - বিশেষত মেয়েদের মধ্যে।

এই তথ্যটি কিশোরবয়সীদের মানসিক স্বাস্থ্যের একটি বিস্তৃত দিক যা অত্যন্ত ব্যক্তিগত-প্রতিফলিত জীবন যা তারা দেখে এবং অনুভব করে।

অনুগ্রহ করে নোট রাখুন: এগুলি হতাশা বা উদ্বেগের ক্লিনিকাল স্তর অনুযায়ী নয়। কিশোর-কিশোরীরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ ও প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করেছে যে তাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

ব্যাক্তিগত লড়াইয়ের শীর্ষ দেশসমূহ

অতি উদ্বেগ

১	জাপান	৭১%
২	যুক্তরাজ্য	৬৮%
৩	ব্রাজিল	৬৬%
৪	যুক্তরাষ্ট্র	৬৬%

বিষণ্ণতা

১	জাপান	৮১%
২	ভারত	৬৮%
৩	যুক্তরাজ্য	৬২%

একাকিত্ব

১	যুক্তরাজ্য	৭৯%
২	দক্ষিণ আফ্রিকা	৭৫%
৩	যুক্তরাষ্ট্র	৭৪%

বিশ্বব্যাপি মানসিক স্বাস্থ্য

অতি উদ্বেগ

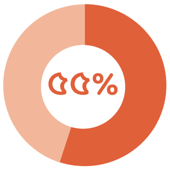

বিষণ্ণতা

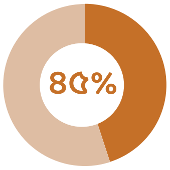

একাকিত্ব

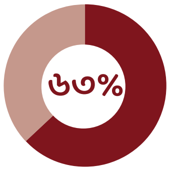

বৈশ্বিক প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতি ৪ জনের ১ জন কিশোরবয়সীর আত্মহত্যার চিন্তার যে তথ্যটি আছে ৪টি দেশের প্রতিবেদনে সেটি ৩ জনে ১ জন বা আরো বেশি।

বৈশ্বিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ৭% কিশোর-কিশোরীর (১৪ জনের ১ জন) কিশোরবয়সীর আত্মহত্যার চিন্তার যে তথ্যটি আছে ৪টি দেশ তাদের প্রতিবেদনে বলেছে যে গত তিন মাসে সেটি ১০ জনে ১ জন বা আরো বেশি।

আমাদের গবেষণায়, আত্মহত্যার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছিল বয়সের প্রবণতার সাথে, কম বয়সী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এই প্রবণতা সর্বাধিক এবং বেশি বয়সী কিশোরদের মধ্যে সবচেয়ে কম।

অনুগ্রহ করে নোট রাখুন: এটা মনে রাখা দরকার যে এই প্রতিবেদন কিশোর-কিশোরীরা নিজেরাই দিয়েছে, এটা হাসপাতাল থেকে সংগ্রহ করা হয়নি বা কোন দেশের কোন ঘটনাসমূহ থেকে নেয়া হয় নি যা গবেষণার ধরণ অনুযায়ী বেশিও হতে পারে।

বৈশ্বিক প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতি ৪ জনের ১ জন কিশোরবয়সীর আত্মহত্যার চিন্তা করছে।

ব্যাক্তিগত লড়াইয়ে শীর্ষে থাকা দেশসমূহ

আত্মহত্যার চিন্তা

১	যুক্তরাষ্ট্র	৩৫%
২	মেক্সিকো	৩৫%
৩	যুক্তরাজ্য	৩৫%
৪	ব্রাজিল	৩৩%

আত্মহত্যার চেষ্টা

১	১৭%	ভারত
২	১৪%	মেক্সিকো
৩	১২%	আর্জেন্টিনা
৩	১১%	কলম্বিয়া

বয়সানুক্রমে আত্মহত্যার চেষ্টা

৮%	৭%	৬%
১৩-১৫	১৬-১৭	১৮-১৯

অন্ধকার স্থান

অন্ধকার স্থানে কিশোর-কিশোরীরা হতাশা থেকে পদক্ষেপ বিবেচনা করতে পারে। আমাদের গবেষণায় স্পষ্টভাবে জানা গিয়েছে যে, যেসব কিশোরবয়সীরা হতাশা, উদ্বেগ, মাদক বা অ্যালকোহলের আসক্তি, অনলাইন হুমকির শিকার বা লিঙ্গ পরিচয়ে সন্দিহীন ও সমকামী আকর্ষণ সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে লড়াই করছে তাদের আত্মহত্যার চিন্তা এবং প্রচেষ্টার ঝুঁকি অনেক বেশি।

৭টি বিষয় আত্মহত্যার উচ্চ ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত

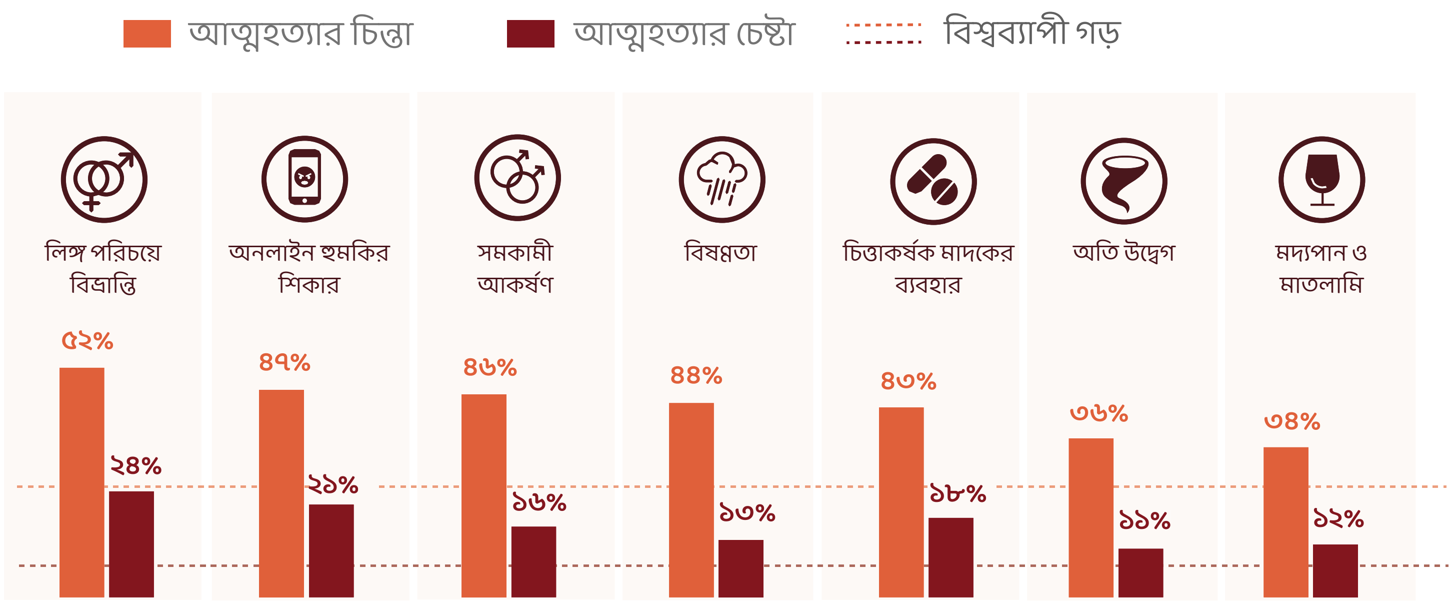

আত্মঘাতী চিন্তাভাবনা এবং প্রচেষ্টার কথা এলে এটি কোনও পৃষ্ঠায় বা কেবল শতাংশের হিসাব নয় এগুলি সত্যিকারের জীবন। এই সংখ্যাগুলিও হৃদয়বিদারক। প্রত্যেকেই এমন একজন স্বল্পবয়সী হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছে যে নিজের জীবন শেষ করে দিতে চায়। আমাদের অবশ্যই অন্ধকারে আলো আনতে হবে।

> *"যে জাতি অন্ধকারে বসিয়াছিল, তাহারা মহা আলো দেখিতে পাইল, যাহারা মৃত্যুর দেশে ও ছায়াতে বসিয়াছিল, তাহাদের উপরে আলো উদিত হইল।" -মথি ৪:১৬*

মেয়েরা আরো বেশি লড়াই করে

কিশোরীরা কিশোরদের চেয়ে অনেক বেশি লড়াই করছে যখন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিচয় আসে যখন অঞ্চল এবং ধর্ম জুড়ে পর্যবেক্ষণ করা মেয়েদের এবং ছেলেদের মধ্যে একেবারে পার্থক্য রয়েছে। দুঃখের বিষয়, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান হওয়া সত্ত্বেও এখানে এর পরিবর্তন হয় না। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে ব্যক্তিগত লড়াইয়ের হার সামগ্রিকভাবে হ্রাস পায় তবে এই বিষয়গুলির প্রতিটিতে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়ে গেছে।

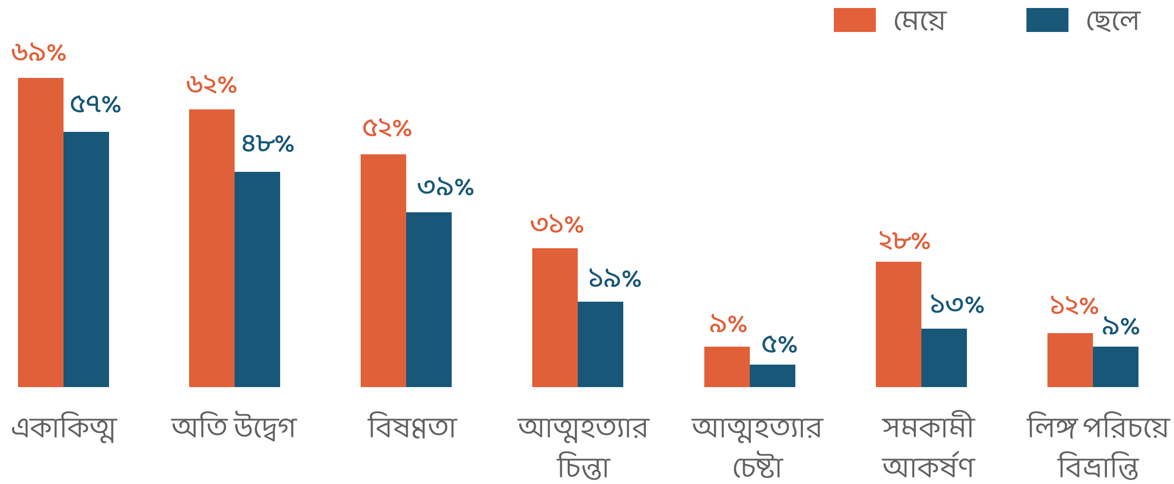

কিশোরবয়সীরা - এমনকি খ্রীষ্টিয়ানরাও - যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে

বিশ্বব্যাপী, কিশোর-কিশোরীদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৩ জন যৌনসম্পর্কে লিপ্ত আফ্রিকার কিশোরবয়সীরা গত তিন মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যৌন ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে প্রতিবেদন দিয়েছে এবং সম্ভবত এশিয়াতেও এরকমই।

দেশ অনুযায়ী যৌনসম্পর্কে সক্রিয়

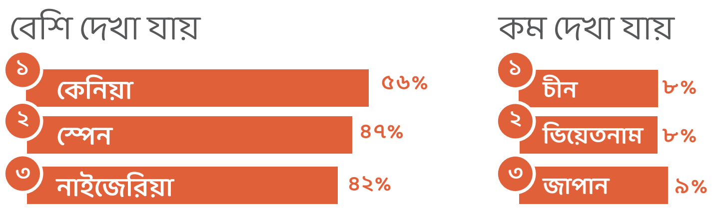

অল্পবয়সীদের (১৩-১৫) তুলনায় অধিকবয়সী কিশোর-কিশোরীদের যৌন ক্রিয়াকলাপ তিন গুণ বেশি ছিল (১৮-১৯)। যাইহোক, ১৬ বছরের নীচে থাকা প্রত্যেক ১০ জনের মধ্যে ১ জন যৌনসম্পর্কে লিপ্ত থাকার কথা জানিয়েছে, এই হার নিজে থেকে খ্রীষ্টিয়ান পরিচয় দেয়া কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আরোও বেশি।

অনুগ্রহ করে নোট রাখুন: এটি তাদের সম্ভাব্য আচরণগুলির একটি বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করে, কিশোরদের স্ব-প্রতিবেদনে এই প্রশ্নটির সাড়াদানে বোঝায় যে তারা যৌনসম্পর্কে সক্রিয়। বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে থাকা কিশোর-কিশোরীরাই এই সমীক্ষার উত্তর দিয়েছে।

বয়সানুক্রমে যারা যৌনসম্পর্কে সক্রিয়

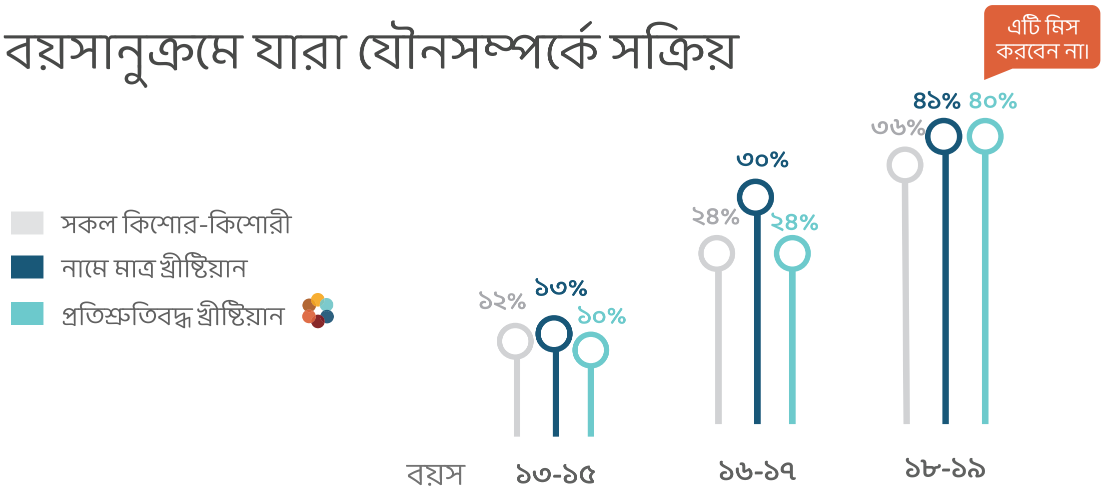

খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীদের প্রশ্ন ও উত্তর

যেসব খ্রীষ্টিয়ানরা যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে তারা বেশিরভাগ সময় এটাও চিন্তা করছে না যে এটা সঠিক নাকি ভুল হচ্ছে। যদিও বাইবেলে শারীরিক সম্পর্ককে বিবাহের জন্য সংরক্ষিত করে নির্দেশনা দেয়া আছে, তথাপি অন্যান্য কিশোরবয়সীদের তুলনায় খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীদের যৌন সম্পর্ক জড়ানোর গড় সংখ্যা বেশি।

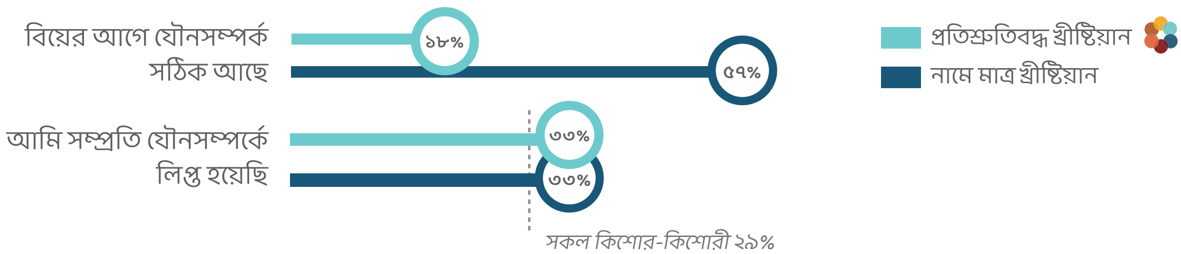

বিভিন্ন সংস্কৃতির এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

বিয়ের আগে যৌনসম্পর্ক করা কি সঠিক?

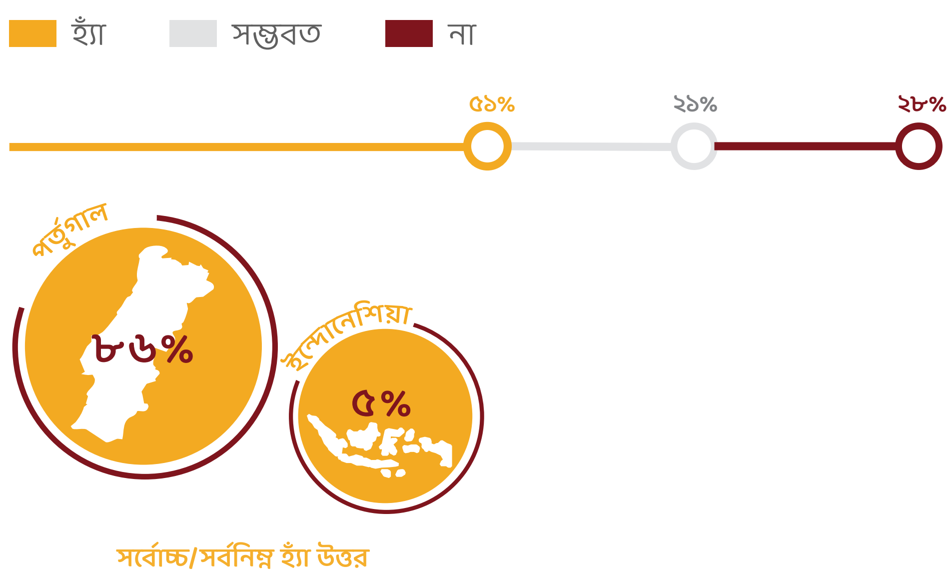

পর্ণোগ্রাফি ব্যাপ্তিশীল

কিশোর-কিশোরীরা যৌনতা অন্বেষণ করছে।

প্রায় অর্ধেক(৪৮%) কিশোর-কিশোরীরা পর্ণোগ্রাফি দেখে।

গত তিন মাসে মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা পর্ণোগ্রাফির বিষয়সমূহ বেশি দেখেছে বলে প্রতিবেদনে এসেছে (৫৬% বনাম ৪০%)

বেশি বয়সী কিশোর-কিশোরীরা অল্পবয়সীদের তুলনায় অধিক পর্ণোগ্রাফির ব্যবহার করে, কিন্তু তথাপি এর সর্বনিম্ন হারও উদ্বেগজনক যা প্রতি ৫ জনে ২ জন।

৪৮% কিশোর-কিশোরী পর্ণোগ্রাফি দেখে

বয়সানুক্রমে পর্ণোগ্রাফির ব্যবহার

খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীদের প্রশ্ন ও উত্তর

উপসংহার

শারীরিক ও মানসিক প্রলোভন এবং লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা কিশোরবয়সীদের জন্য ভীতিজনক। তাদের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন থেকে আমরা তাদেরকে শুধু অবগত থাকার চেয়ে করণীয় কি তাতে সাহায্য করতে পারি।

- **যৌনতার বিষয়ে খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীদের শিষ্যত্বমূলক জ্ঞান দরকার।**
  আজকের অনেক অল্পবয়সীরা বিবাহের পবিত্র প্রেক্ষাপট থেকে যৌনতাকে আলাদা করছে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ানরা একটি উপলব্ধি দেখিয়েছেন যে বিবাহ-পূর্ব যৌনসম্পর্ক ভুল, তবে তাদের এই নৈতিক বিশ্বাস তাদের প্রলোভন থেকে বিরত রাখছে না। বাইবেল যা বলে কিশোর-কিশোরীদের কেবল তা শেখানোই যথেষ্ট নয়; বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কীভাবে তাদের যৌনতার সঠিক শিক্ষায় ও মূল্যবোধে ধাবিত করা যায় আমাদের সেই উপায় বের করতে হবে।

- **বর্তমান প্রজন্মের পর্ণোগ্রাফির ব্যবহার বিষয়টি খুবই অর্থপূর্ণ।**
  এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে বয়স বা ধর্ম যৌনসংবেদন ও কামনা থেকে নিবৃত রাখে। সমীক্ষার সংখ্যাগুলি এটা নিশ্চিত করে যে একজন কিশোরবয়সী যে কিনা যীশুর পথে রয়েছে এবং নিয়মিত বাইবেলের সাথে যুক্ত সেও এই লড়াই করছে।

- **মেয়েদের আরো সহায়তা প্রয়োজন।**
  ব্যক্তিগত লড়াইয়ের হার লিঙ্গ অনুযায়ী ভিন্ন পরিলক্ষিত হয়, এবং মেয়েদের যে উচ্চ হার তা উপেক্ষা করা যায় না। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অভিজ্ঞ নারীরা তাদের সমগোত্রীয় অল্পবয়সী মেয়েরা যে লড়াইগুলির মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলির জন্য বিবেচনা করুন, তীত ২:৩-৫ যেমন আছে।

ডিজিটাল সংযুক্তি এবং প্রভাব

আমরা যা খুঁজে পেয়েছি

কিশোর-কিশোরীরা প্রতিদিন গড়ে **৭ ঘন্টা ২৩** মিনিট সময় অনলাইনে কাটায়।

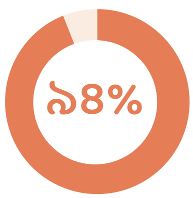

কিশোর-কিশোরী বলেছে যে তারা **প্রতিদিন ভিডিও দেখে।**

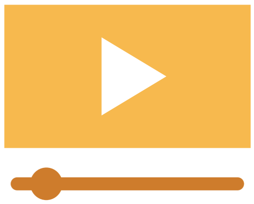

যেসব কিশোর-কিশোরীরা **অতিমাত্রায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারী** (প্রতিদিন ১০+ ঘন্টা) তারা **তাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আরো বেশি লড়াই করছে।**

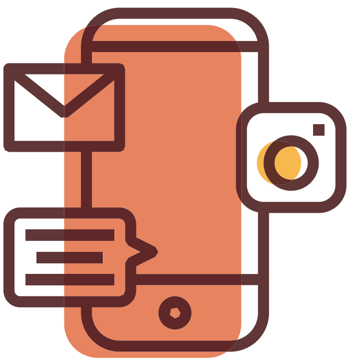

বেশিরভাগ কিশোর-কিশোরীরা বলেছে যে **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তাদের জীবনে প্রশান্তি আনে।**

৬৪%

কিশোর-কিশোরীরা **প্রতিদিন ১ ঘন্টা বা তার কম সময়** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছে।

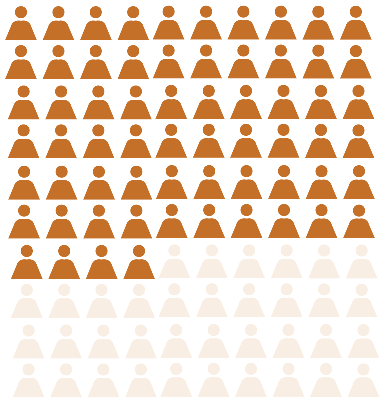

অনলাইন সংযুক্তি

অঞ্চল এবং দেশ অনুযায়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের সময়

বর্তমানের কিশোরবয়সীরা সবসময় অনলাইনে থাকে, সবসময় না হলেও বেশিরভাগ সময়।

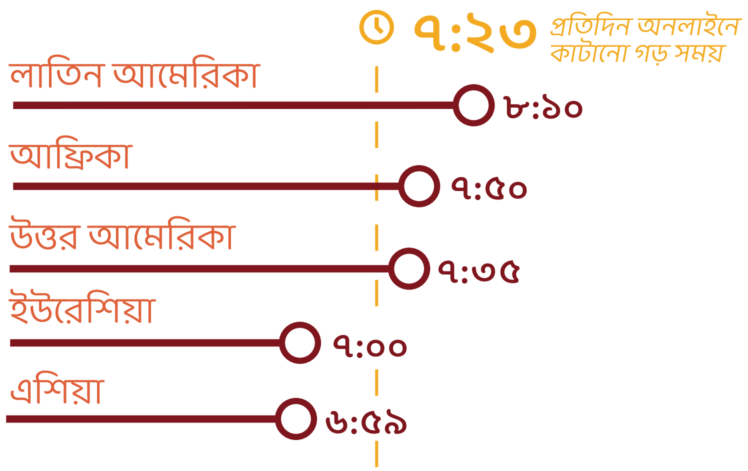

সমীক্ষা করা ২০টি দেশে কিশোররা প্রতিদিন গড়ে ৭ ঘন্টা ২৩ মিনিট সময় অনলাইনে ব্যয় করছে। ব্রাজিলের কিশোর-কিশোরীরা প্রতিদিন প্রায় ৯.৫ ঘন্টা অনলাইনে থাকে যা সর্বাধিক এবং পৃথিবীর অপর প্রান্তে চীনের কিশোরবয়সীরা প্রতিদিন অনলাইনে কমপক্ষে প্রায় ৫.৫ ঘন্টা সময় ব্যয় করে, যা সর্বনিম্ন।

সময়	দেশ
৯:২৯	ব্রাজিল
৯:০৭	ইন্দোনেশিয়া
৮:২৯	আর্জেন্টিনা
৮:২৮	নাইজেরিয়া
৭:৫৪	রাশিয়া
৭:৪০	কেনিয়া
৭:৩৫	যুক্তরাষ্ট্র
৭:৩৪	ভারত
৭:২২	মেক্সিকো
৭:২২	দক্ষিণ আফ্রিকা
৭:১৯	কলম্বিয়া
৭:১৯	যুক্তরাজ্য
৭:০৮	পর্তুগাল
৬:৫০	ভিয়েতনাম
৬:৪৫	স্পেন
৬:৪৩	মিসর
৬:৪২	হল্যান্ড
৬:২৯	রোমানিয়া
৬:০৩	জাপান
৫:২৪	চীন

বিশ্বব্যাপী ধরণ অনুযায়ী অনলাইনে সময় ব্যয়

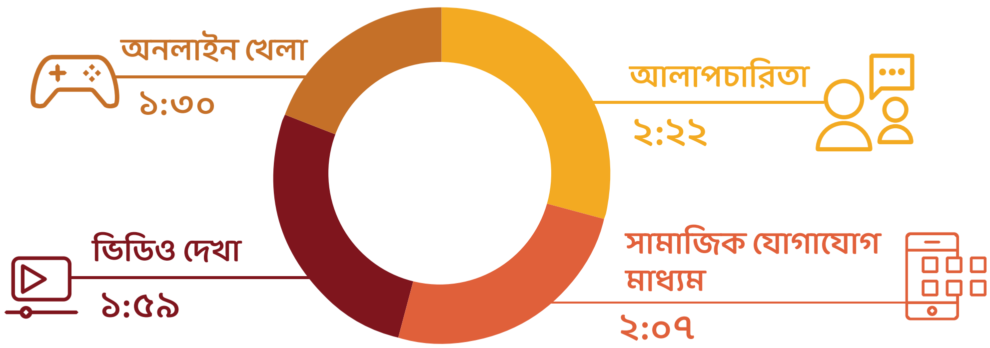

শ্রেণী অনুযায়ী শীর্ষ দেশ

৯৪% কিশোর-কিশোরীরা প্রতিদিন ভিডিও দেখে।

প্রায় সকল কিশোরবয়সীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছে। এদের মধ্যে সর্বাধিক (৬৪%) রয়েছে যারা ১ ঘন্টারও কম সময় এতে ব্যবহার করছে এবং ব্যবহার অনুযায়ী তাদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন:

- **প্রতি ৫ জনের ৩ জন** বলেছে এটি তাদের জীবনে প্রশান্তি এনেছে।
- **৫০% এর বেশি** বলেছে যে এটি তাদের ভারাক্রান্ত, উদ্বিগ্ন বা বিষণ্ন করে তুলতে পারে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাকে ভারাক্রান্ত, উদ্বিগ্ন বা বিষণ্ন করে।

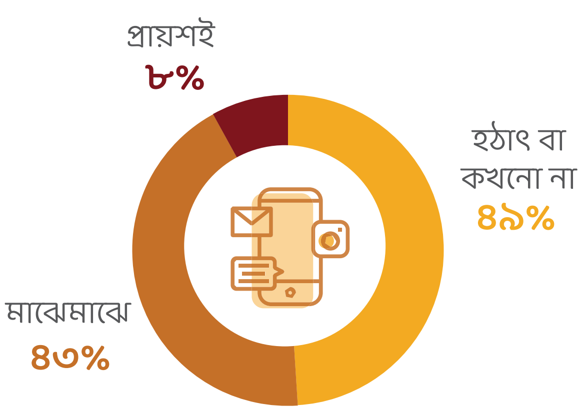

প্রযুক্তির প্রভাব

অনলাইন অভ্যাস এবং সময় সম্পর্কিত বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়া ছিল, সুতরাং আমরা উত্তরদাতাদের মোটামুটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী (০-৪ ঘন্টা প্রতিদিন); যথেষ্ট মানের ইন্টারনেট ব্যবহারকারী (৪.১-৯.৯ ঘন্টা প্রতিদিন); এবং অতিমাত্রায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারী (১০+ ঘন্টা প্রতিদিন) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি।

অতিমাত্রায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বনাম মোটামুটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি খুব মজার ছিল।

তথ্যের গতিবিধি আমাদের সংযুক্ত মানচিত্রের কিছু সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধারণাসমূহ প্রদর্শন করে। উদাহরণস্বরূপ, অতিমাত্রায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারী কিশোর-কিশোরীরা বিয়ের আগে যৌন মিলন করা ঠিক বলে এবং নিজ দেহকে একটি ভিন্ন লিঙ্গ হিসাবে পরিবর্তন করাও গ্রহণযোগ্য মনে করেন। এর মধ্যে কিছু বিষয় হয়তো অবাক হবার মত নয় কারণ, কিশোর-কিশোরীরা অনলাইনে প্রচুর সময় ব্যয় করছে তাদের বিশ্ব এবং নৈতিকতার দৃষ্টিকোণের বিস্তৃত হয়েছে।

ইন্টারনেট ব্যবহার এবং জীবনের অভিজ্ঞতা

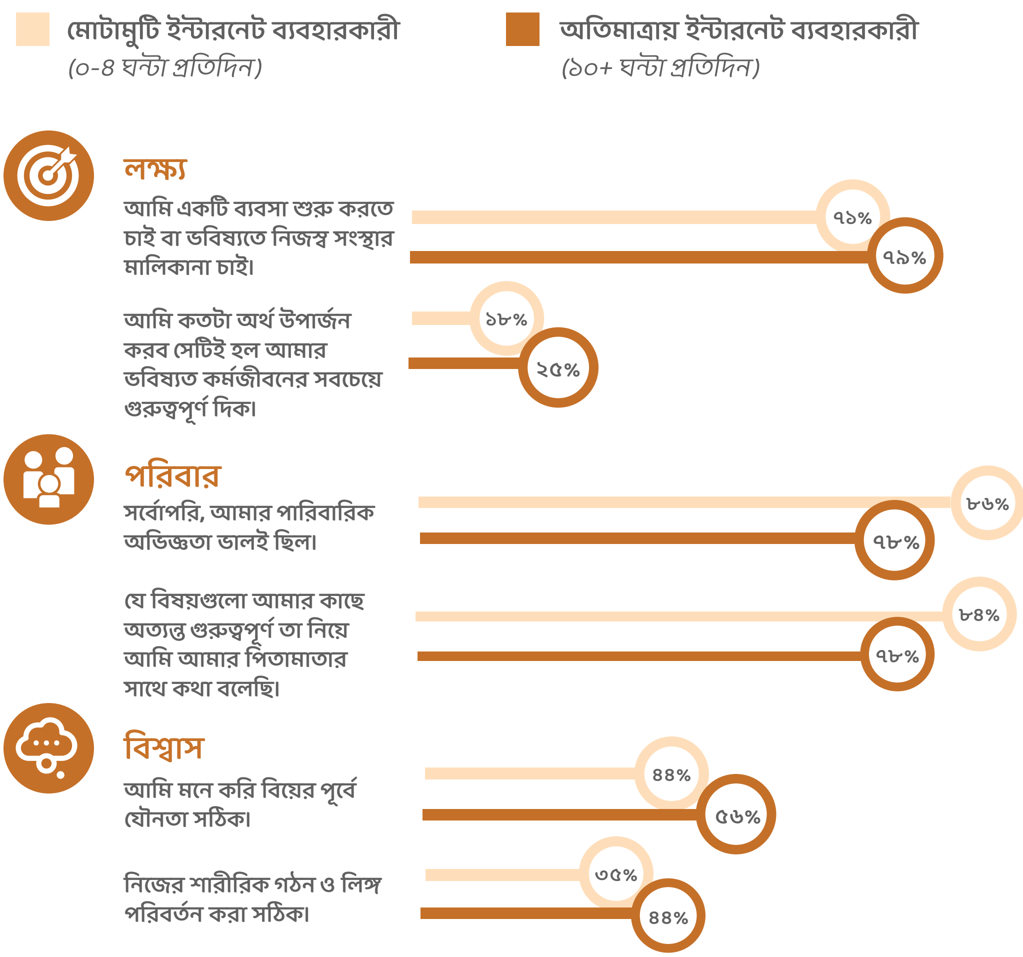

ইন্টারনেট ব্যবহার এবং ব্যক্তিগত লড়াই

মোটামুটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী
(০-৪ ঘন্টা প্রতিদিন)

অতিমাত্রায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারী
(১০+ ঘন্টা প্রতিদিন)

গত তিন মাসে, আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে:

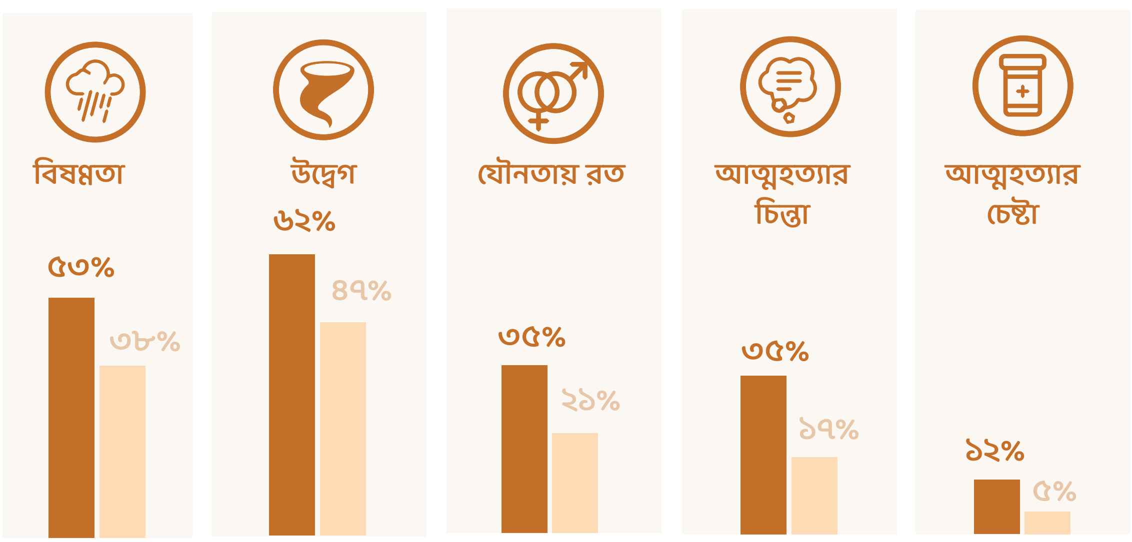

যখন কিশোরীর অনলাইন এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি কাছাকাছি আসতো, তথ্যে স্পষ্টভাবে আছে যে তখন অতিমাত্রায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা আরও অধিক মানসিক স্বাস্থ্য লড়াইয়ে ভোগেন।

যদিও এই তথ্যানুসন্ধানগুলি গভীরভাবে সম্পর্কিত, তথাপি অনলাইনে কাটানো সময় এবং ব্যক্তিগত লড়াই বৃদ্ধির মধ্যেকার সংযোগ অস্পষ্ট। এটা সম্ভব যে অতিমাত্রায় ইন্টারনেট ব্যবহার তরুণদের জীবনে এই ব্যক্তিগত লড়াই বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে, কিশোর-কিশোরীরা যারা ইতিমধ্যে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে লড়াই করছে তারা এ থেকে আড়াল হবার চেষ্টা হিসাবে তাদের ডিজিটাল ডিভাইসগুলির দিকে ঝুঁকতেই পারে।

আমরা ভুলে যেতে পারি না যে কৈশোরের বছরগুলি হরমোনগত পরিবর্তন, সামাজিক বিপর্যয় এবং অন্যান্য বিঘ্ন দ্বারা পরিপূর্ণ যা সমস্ত মানসিক স্বাস্থ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতেই অবদান রাখে। ডিজিটাল ডিভাইসগুলিতে ব্যয় করা সময় আজকের কিশোরবয়সীদের জীবন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রভাবিত করে ইতিমধ্যে এমনই এক জটিল সমন্বয় করেছে।

উপসংহার

কিশোররা অনলাইনে। অনলাইন কিশোর-কিশোরীদের প্রভাবিত করছে। এই ঘটনাগুলি আমাদের কী বোঝায়? এখানে বিবেচনার জন্য কিছু ধারণা উল্লেখ করা হল:

- **কিশোর-কিশোরীদের জন্য ভিডিও হল এক শক্তিধর বাহন যা অল্পবয়সীদের নিকট দ্রুত পৌঁছাতে পারে।**
  মনে রাখুন, ৯৪% কিশোর-কিশোরী প্রতিদিন ভিডিও দেখছে। কীভাবে আমরা এটি দ্বারা তাদের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে জানাতে পারি?

- **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিশোর-কিশোরীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য কার্যকারী উপায় হতে পারে।**
  যদিও সবাই এই প্লাটফর্মে অনেক সময় ব্যয় করছে না (৬৪% দিনে ১ ঘন্টা বা তার কম সময় ব্যবহার করছে)। যখন আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোন বিষয় শেয়ার করছি, তখন সেটির বার্তা পরিষ্কার কিনা তা নিশ্চিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যেন তারা সেটি এড়িয়ে না যায়।

- **একটা জোড়ালো সম্ভাবনা আছে যে অতিমাত্রায় স্ক্রীনে সময় কাটালে আরো বেশি সমস্যা হবার।**
  যারা অনলাইনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে তাদের আরো বেশি মানসিক সমস্যায় জর্জরিত হবার আশঙ্কা আছে, সুতরাং আপনি কীভাবে উত্থাপিত কথোপকথনে প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত থাকতে পারেন তা ভেবে দেখুন।

পরিচয় এবং সম্পর্ক

আমরা যা খুঁজে পেয়েছি

প্রায় অর্ধেক কিশোর-কিশোরী বিশ্বাস করে যে **লিঙ্গ মূলত কোনও ব্যক্তির জন্মের উপর ভিত্তি করে।**

বাকী অর্ধেক বিশ্বাস করে যে এটি এমন কিছু যা ব্যক্তিগত **অনুভূতি বা যৌন আকর্ষণ** অনুযায়ী **কোনও ব্যক্তি নিজের জন্য নির্ধারণ করে থাকে।**

ছেলেদের তুলনায় **মেয়েরা** বিয়ে সম্পর্কে তুলনামূলক **কম প্রথাগত।**

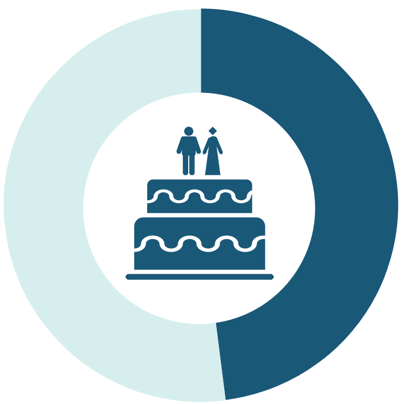

বিশ্বের **৪৮%** কিশোর-কিশোরীরা বিশ্বাস করে যে বিয়ে **শুধুমাত্র পুরুষ ও মহিলার মধ্যে হওয়াটা জরুরী নয়।**

১০ জনের ১ জন
বিয়ে এবং যৌনতা সম্পর্কে **শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি** ধরে রেখেছে।

সম্পর্কে জড়িত ও সন্তুষ্ট এমন কিশোর-কিশোরীদের ৮২% জানিয়েছে যে তাদের **পারিবারিক অভিজ্ঞতা অনেকটাই ভালো।** একই সংখ্যা এ-ও জানিয়েছে যে, **তাদের খুব ভালো বন্ধু আছে যাদের তারা ভালমত জানে।**

বাছাই হিসাবে লিঙ্গ পরিচয়

কিশোররা কীভাবে তাদের পরিচয় তৈরি করে তার সাথে জড়িত অত্যন্ত জটিল দিকগুলির সমস্তটি আমরা পরিমাপ করতে পারি না, তবে তারা কীভাবে নিজেদের এবং অন্যদের দেখছে তা থেকে আমরা শিখতে পারি।

যখন লিঙ্গের বিষয় আসে তখন কিশোর-কিশোরীরা একেবারে মাঝখানে বিভক্ত হয়। বিশ্বব্যাপী প্রায় অর্ধেক কিশোর-কিশোরী বলে যে লিঙ্গ মূলত কোনও ব্যক্তির জন্মের উপর ভিত্তি করে। বাকী অর্ধেক বিশ্বাস করে যে এটি এমন কিছু যা ব্যক্তিগত অনুভূতি বা যৌন আকর্ষণ অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি নিজের জন্য নির্ধারণ করে থাকে।

প্রাথমিক লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তি

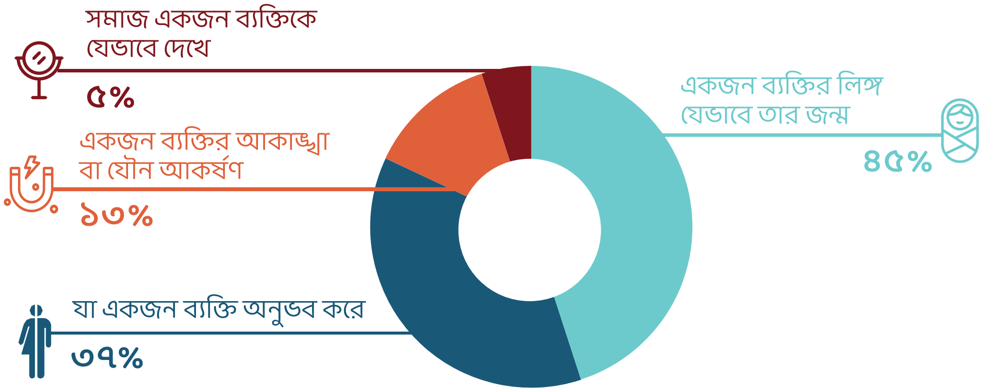

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, এই ধারণা কোথাও বেশী কোথাও কম।

অঞ্চল ভেদে লিঙ্গ পরিচয়

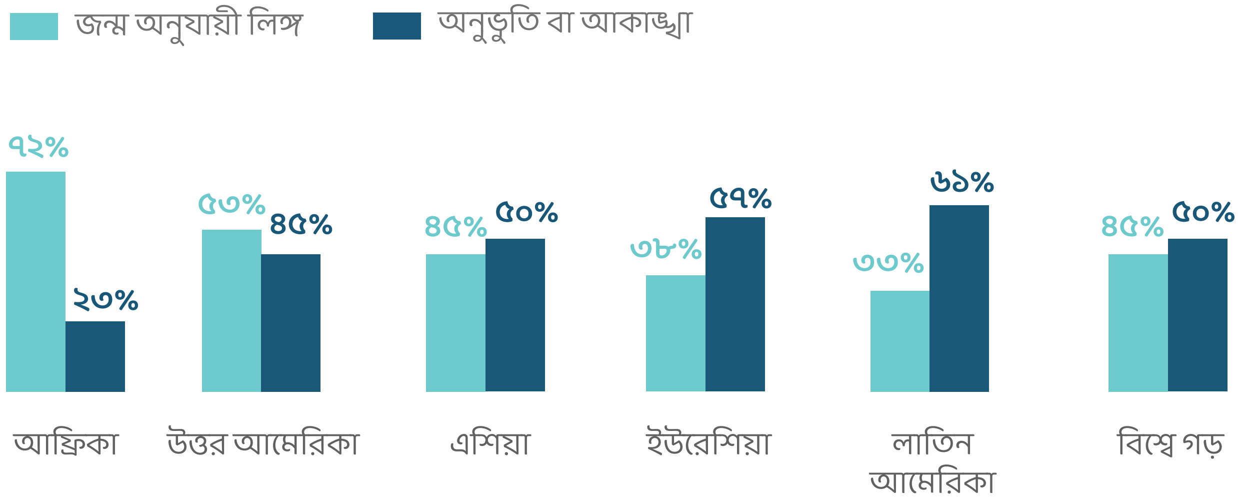

লিঙ্গ পরিচয় এবং পরিবর্তন

এটা কি সঠিক যে কেউ নিজের শারীরিক গঠন পরিবর্তন করে ভিন্ন লিঙ্গের হবে?

● হ্যাঁ ● না ● হতেও পারে

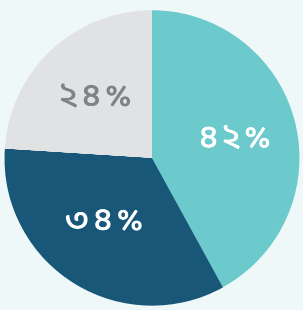

লিঙ্গ বিভক্তি

হ্যাঁ জবাব

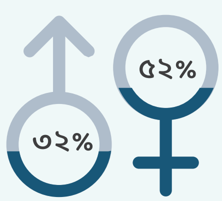

জবাবে শীর্ষ দেশ

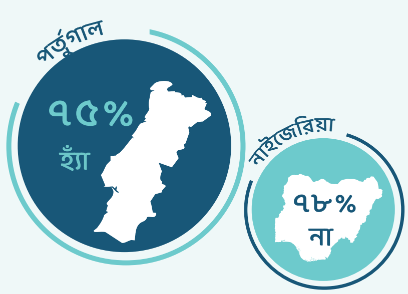

অনেক কিশোর-কিশোরীরা বিশ্বাস করে যে কোনও ব্যক্তি যদি মনে করেন যে তারা ভিন্ন লিঙ্গের, তারা এটি সম্পর্কে কিছু করতে পারবে। বিশ্বব্যাপী ৫ জন কিশোরবয়সীর মধ্যে ২ জন বলে যে কারও নিজের দেহকে একটি ভিন্ন লিঙ্গ হিসাবে পরিবর্তিত করা গ্রহণযোগ্য, তবে অঞ্চল এবং দেশ অনুযায়ী মতামত ব্যাপকভাবে পৃথক হয়।

- যদিও তারা ধর্ম বা নৈতিকতা সম্পর্কে সংলাপ করতে রাজি নয়, (পৃ. ৭ দেখুন) কিশোর-কিশোরীদের লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মতামত রয়েছে।
- বিশ্বব্যাপী ১০% কিশোর-কিশোরীরা বলেছে যে তারা গত ৩ মাসের মধ্যে লিঙ্গ পরিচয়ের বিভ্রান্তি পেয়েছে।
- ১৫% বলছে যে তারা মনে করে তাদের ভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ের হওয়া উচিৎ।
- লিঙ্গ পরিচয়ে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি লড়াই করছে (১২% বনাম ৯%) এমন সম্ভাবনা রয়েছে।
- বেশিরভাগ মেয়ে (৫৯%) বিশ্বাস করে যে লিঙ্গ মূলত একজন ব্যক্তির অনুভূতি বা আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে এবং সেই হিসাবে উল্লেখযোগ্যভাবে কম (৪২%) বালক রয়েছে যারা একই কথা বলে।
- মেয়েরা ছেলেদের চেয়েও অনেক বেশি এটা বলার সুযোগ পায় যে, এটা সঠিক যে কেউ শারীরিক গঠন পরিবর্তন করে ভিন্ন লিঙ্গ ধারন করতে পারবে। (৫২% বনাম ৩২%)।

ধর্মের ভূমিকা

ধর্ম কিশোর-কিশোরীদের লিঙ্গ পরিচয়ের ধারণায় প্রভাব বিস্তার করে।

- **৬৩%** ধর্মহীন কিশোর-কিশোরীরা বিশ্বাস করে যে লিঙ্গ প্রত্যেকের নিজের যৌন আকর্ষণ বা নিজের ইচ্ছার উপরে নির্ধারন করে।
- **৬২%** মুসলমান কিশোরবয়সী বলেছে যে লিঙ্গ জন্মের সময়েই নির্ধারণ হয়।
- **৫০%** খ্রীষ্টিয়ান কিশোরবয়সী বলেছে যে লিঙ্গ জন্মের সময়েই নির্ধারণ হয়।

একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীদের লিঙ্গসংক্রান্ত ধারণাসমূহে প্রভাব ফেলতে পারে।

খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীদের প্রশ্ন ও উত্তর

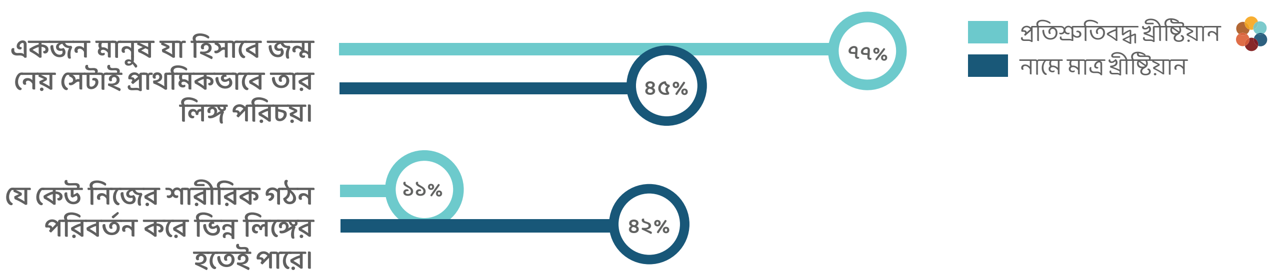

খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীরা সমকামীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত নয়।

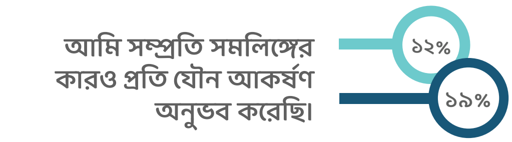

দেশানুক্রমে সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ

সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের সংযোগ

তথ্যগুলির গভীরতা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করেছে:

- সমলিঙ্গে আকর্ষণের ক্ষেত্রে **মেয়েরা** ছেলেদের তুলনায় দ্বিগুন (২৮% বনাম ১৩%)
- যেসমস্ত কিশোর-কিশোরীদের **পারিবারিক অভিজ্ঞতা ভাল নয়** তারা তারা যাদের পারিবারিক অভিজ্ঞতা ভাল তাদের তুলনায় বেশি (৩০% বনাম ১৮%) সমলিঙ্গে আকর্ষণের কথা জানিয়েছে।
- যে সমস্ত কিশোর-কিশোরীরা **ধর্মীয়** পরিচয়যুক্ত তাদের চেয়ে ধর্মহীনদের সমলিঙ্গের আকর্ষণ বেশি হয়ে থাকে (১৮% বনাম ২৫%)।
- **মুসলমান (১৩%) এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীণ্টিয়ানদের (১২%)** সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ এককভাবে নয় বরং অন্যান্য আচরণের সাথে মিশে থাকে।

৪টি বিষয় যা সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের কারণ

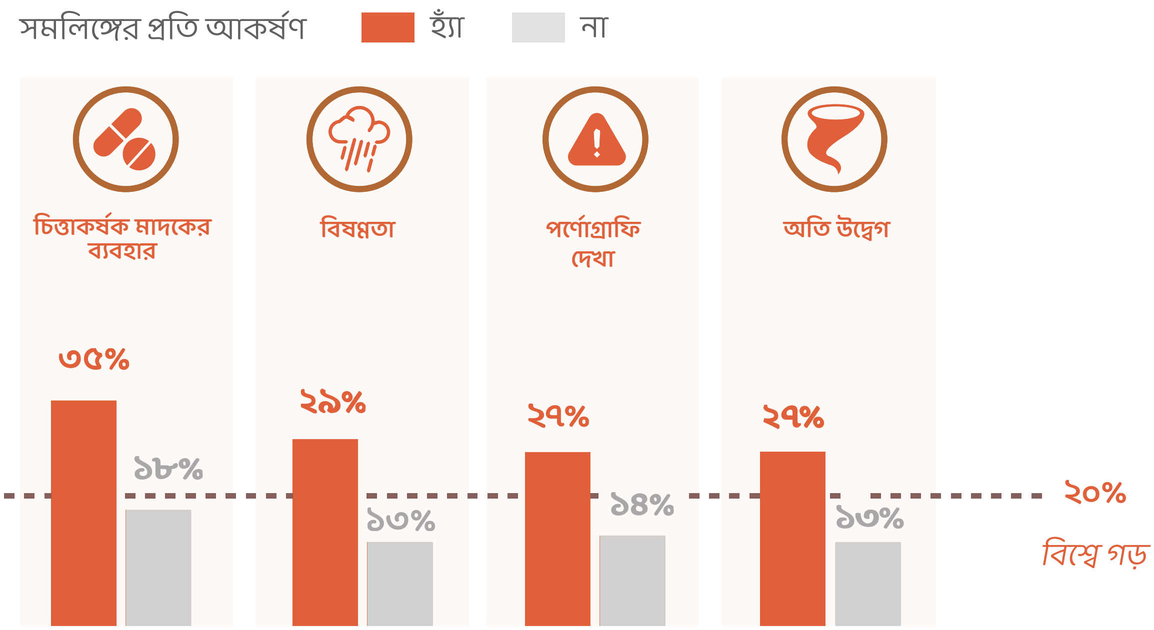

বিবাহের একটি নিম্নমুখি ছবি

বিবাহ বিষয়ে কিশোর-কিশোরীরা

বিবাহ কি একটি আজীবনের প্রতিজ্ঞা?

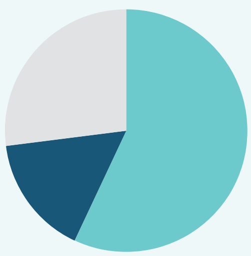

বিবাহ কি শুধুমাত্র পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে হতে হবে?

লিঙ্গ বিভক্তি

হ্যাঁ জবাব

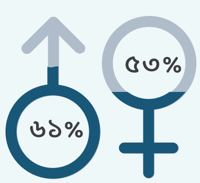

না জবাব

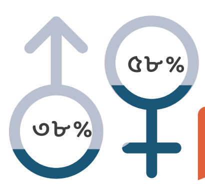

জবাবে শীর্ষ দেশ

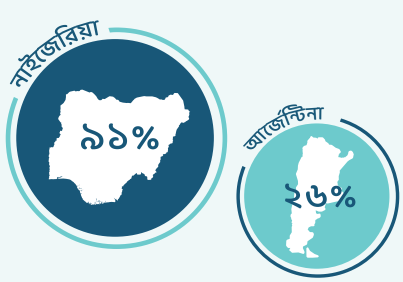

সর্বাধিক/সর্বনিম্ন হ্যাঁ উত্তর

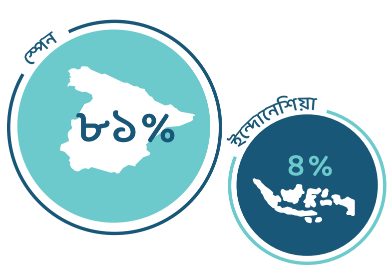

সর্বাধিক/সর্বনিম্ন না উত্তর

কিশোর-কিশোরীরা বিবাহের ঐতিহ্যগত বিশ্বাসকে প্রত্যাখান করছে।

- **৫৭%** বিশ্বাস করে যে বিবাহ একটি আজীবনের প্রতিজ্ঞা।
- **২৭%** নিশ্চিত নয়।
- **১৬%** দ্বিমত।

প্রায় অর্ধেক (৪৮%) কিশোর-কিশোরী বলছে যে বিবাহ কেবল শুধুমাত্র পুরুষ এবং একজন মহিলার মধ্যেই হওয়া উচিত নয়, যদিও (৪০%) বলছেন সেটাই হওয়া উচিত।

ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বিবাহ সম্পর্কে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। গড়পড়তাভাবে, মেয়েরা বিশ্বাস করে যে বিবাহে আজীবন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত (৫৩% বনাম ৬১%) এবং একইসাথে এটাও বলে যে বিবাহ শুধু পুরুষ এবং মহিলার মধ্যেই হওয়া উচিত নয় বলে মনে হয় (৫৮% বনাম ৩৮%)।

বিবাহ সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিভিন্ন মতামত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আফ্রিকার কিশোর-কিশোরীদের লাতিন আমেরিকান কিশোর-কিশোরীদের তুলনায় বিবাহের ক্ষেত্রে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি বেশি থাকে।

বিবাহ সম্পর্কে বাইবেলের যা দৃষ্টিভঙ্গি তা খুব অল্প কয়েকজনের মতামত। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে **১০ জনে ১ জন** মাত্র বিশ্বাস করে যে বিবাহ দ্বারা একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা আজীবনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। এবং বিবাহের ক্ষেত্রে তাই সংরক্ষিত থাকা উচিৎ।

বন্ধু এবং পারিবারিক সম্পর্ক

একটি ভাল সংবাদ আছে! বেশিরভাগ কিশোর-কিশোরীরা (৮২%) বলে যে তারা তাদের বন্ধু এবং পারিবারিক সম্পর্কে সন্তুষ্ট। পরিবার, সংস্কৃতি এবং পরিস্থিতির গবেষণায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিনিধিত্ব করে।

৫৭% কিশোর-কিশোরীরা বলেছে যে তারা দুইজন ভিন্ন পিতামাতার পরিবারে বসবাস করে।

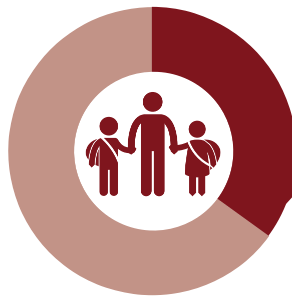

৩৫% বলেছে যে তারা একই পিতামাতার পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে থাকে।

আমাদের গবেষণায় ভারত একমাত্র দেশ যেখানে এই সংখ্যা সম্পূর্ণ বিপরীত। **প্রায় অর্ধেক (৪৭%) কিশোর-কিশোরীরা বলেছে যে তারা একই পিতামাতার সাথে বসবাস করে, এবং মাত্র ২০% একের অধিক পিতামাতার সাথে বসবাস করে।**

মজার বিষয়, ৯৩% ভারতীয় কিশোর-কিশোরীরা বলেছে যে তাদের পারিবারিক অভিজ্ঞতা সুখকর যা ২০টি দেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ।

পিতামাতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা পরিবারের সাথে কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্কের অত্যন্ত উন্নতি করে।

বিশ্বব্যাপী ৮১% কিশোর-কিশোরীরা বলেছে যে মাঝেমধ্যে বা প্রায়শই তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাদের পিতামাতার সাথে কথা বলে।

৫ জনের ১ জন বলেছে যে তারা হঠাৎ কখনো বা কখনোই তা করে না।

উচ্চ এবং নিম্ন

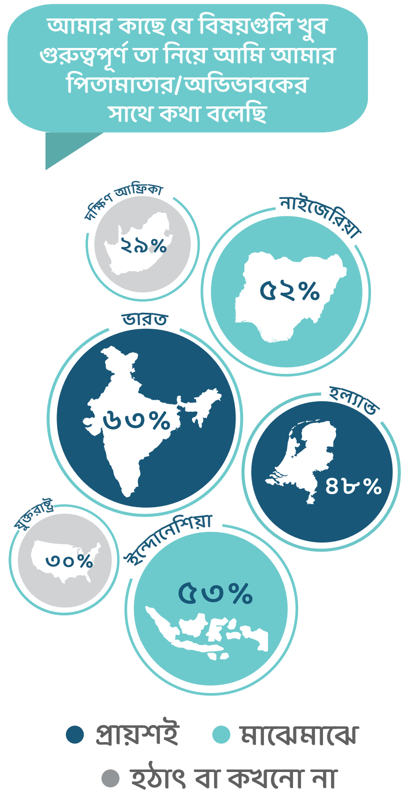

- **উচ্চ:** ভারতীয় ৬৩% কিশোর-কিশোরীরা বলে যে তারা প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাদের পিতামাতার সাথে কথা বলে।
- **নিম্ন:** যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০ জনে ৩ জন বলেছে যে তাদের পারিবারিক অভিজ্ঞতা খুব ভালো নয়।

পরিবার ছাড়াও কিশোর-কিশোরীরা তাদের জীবনে বন্ধুত্বকে অত্যন্ত মূল্য দেয়।

> বিশ্বব্যাপী ৮২% কিশোর-কিশোরী বলেছে যে তাদের খুব ভালো বন্ধু রয়েছে যাদের তারা ভালভাবে চিনে।

বন্ধুতে সন্তুষ্ট শীর্ষ দেশসমূহ

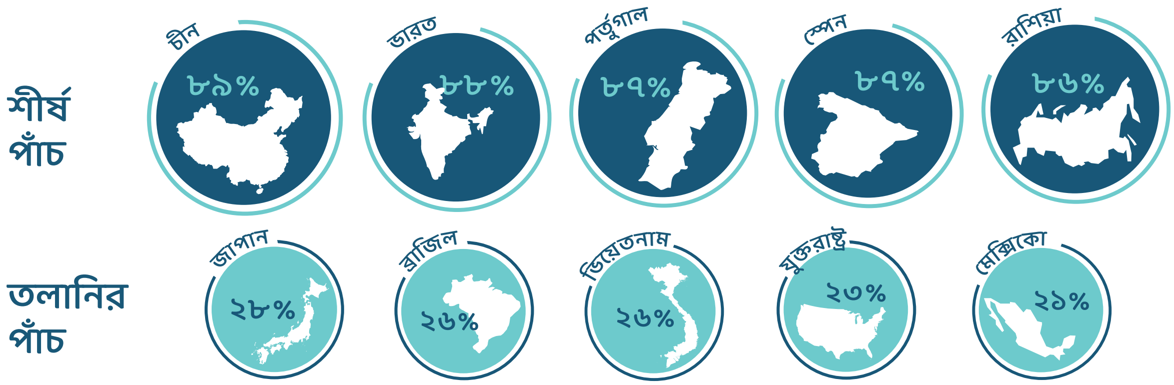

কিশোর-কিশোরীরা যখন তাদের বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারে সন্তুষ্টির বিষয়টি খুঁজে পায় তখন ধর্ম এবং লিঙ্গ কোন কিছুই মনে হয় না। ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, একটি ইতিবাচক পারিবারিক অভিজ্ঞতা এবং তাদের বাবা-মার সাথে অর্থবহ কথোপকথন চলছে কিনা তা জানাবার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে হিসাবে বিভিন্ন ধরণের কিশোর-কিশোরীর প্রতিক্রিয়ায় বেশ মিল ছিল।

উপসংহার

কিশোর পরিচয়টি জটিল, তাই সম্পর্কও! তবে এর অর্থ এই নয় যে আমরা পিছনে বসে দেখব যে কিশোররা কোথায় এবং তারা কোন সম্প্রদায় ও সমাজের কোন পর্যায়ে আছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। আপনাকে শুরু করার জন্য তথ্যাদি একটি অবাক করা ভাল জায়গা করে দিয়েছে। এখানে কয়েকটি তথ্য রয়েছে যা আমাদের অবাক করেছে:

- বর্তমানের অর্ধেক কিশোর-কিশোরীরা এটা বিশ্বাস করে যে, লিঙ্গ পরিচয় এমন একটি বিষয় যা একজনের ব্যক্তিগত অনুভূতি বা যৌন আকাঙ্খা অনুযায়ী নির্ধারিত হতে পারে।
  এই জাতীয় সময়ে, আমাদের সৃষ্টির পরিচয় সম্পর্কে বাইবেল যা বলে আমরা তাদের কাছে তা কীভাবে উপস্থাপন করব যারা বিশ্বাস করে যে লিঙ্গ নির্ধারণ করা তাদের পছন্দ এবং তাদের অধিকার?

- কিশোর-কিশোরীরা ঐতিহ্যপূর্ণ আজীবন প্রতিশ্রুতির ও সম্মানের বিবাহ সম্পর্কে তাদের চিন্তা থেকে সরে যাচ্ছে।
  আমরা কিশোর-কিশোরীদের বিবাহ সম্পর্কে ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা রয়েছে শুধু তা-ই নয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞা রক্ষার আশীর্বাদ যা চুক্তির অংশ তা বুঝতে কিভাবে সাহায্য করতে পারি।

- বিবাহ সম্পর্কে বাইবেলের ধারণা ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কিছুটা কম পরিলক্ষিত হয় এবং সম্ভবত তারা তাই লিঙ্গ পরিচয়ের বিষয়ে পক্ষ নেয়।
  কিভাবে আমরা এটি কে সতর্কতামূলক স্বাস্থ্যকর সমর্থন হিসাবে এবং এই বিষয়ে ঈশ্বর কি বলেছেন তা তাদের কাছে তুলে ধরতে পারি?

- কিশোর-কিশোরীরা তাদের পারিবারিক সম্পর্কে সন্তুষ্ট।
  এটি দেখতে দারুন ছিল যে ভারতীয় কিশোরবয়সীরা তাদের পারিবারিক অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে বেশি খুশি, যদিও তাদের বেশীরভাগ একক পিতামাতার বাড়িতে বাস করে। এটি বোঝা যায় যে অল্পবয়সীরা কঠিন সময় বা যে কোন অবস্থায় তাদের পরিবারকে ভালবাসে।

নির্দেশনার কন্ঠস্বর ও প্রভাব

আমরা যা খুঁজে পেয়েছি

জীবনের অর্থ

কিশোর-কিশোরীরা বলেছে যে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেমন সঠিক ও ভুল কী এবং জীবনের অর্থ কী তা সম্পর্কে দিকনির্দেশনার জন্য **পরিবারে** তাদের যেতে হয়।

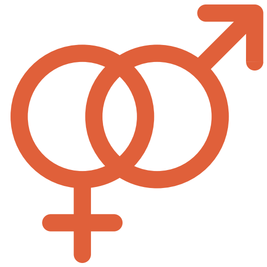

লিঙ্গ এবং যৌনতা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বন্ধুরা লিঙ্গ এবং যৌনতা সম্পর্কে কথোপকথনের কথা বলতে গেলে কিশোর-কিশোরীদের উপর সর্বোচ্চ প্রভাব বিস্তার করে।

যে কিশোররা বলে যে তারা **একটি ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে তাদের মন পরিবর্তন করবে** তাদের জন্য প্রথম কারণ হল **ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।**

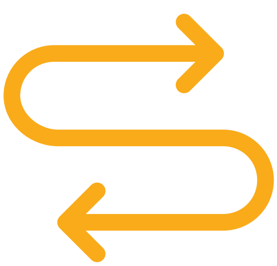

তুলনামূলকভাবে অল্প কিছু খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরী বলে যে তাদের **যাজকের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলি** ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে তাদের মনোভাব পরিবর্তন করার প্রাথমিক কারণ হবে।

সঠিক নির্দেশনার জন্য **প্রতিজ্ঞাবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান** কিশোর-কিশোরীরা নামে মাত্র খ্রীষ্টিয়ান কিশোর-কিশোরীদের তুলনায় চারগুণ **বেশি যাজক বা বাইবেলের দিকে ফিরে আসে।**

কিশোর-কিশোরীরা পরিবারে নির্ভর করে।

জীবনমূলক আলাপ

1. পরিবারের সদস্যগণ ৪১%
2. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ২০%
3. বন্ধুরা/সহকর্মীগণ ১৯%
4. শিক্ষকগণ/পরামর্শদাতাগণ ৭%
5. সাধারন মাধ্যম ৭%
6. ধর্মীয় নেতাগণ/লেখনীসমূহ ৭%

ভাল এবং মন্দ আলাপ

1. পরিবারের সদস্যগণ ৫০%
2. বন্ধুরা/সহকর্মীগণ ১৬%
3. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ১৪%
4. শিক্ষকগণ/পরামর্শদাতাগণ ৯%
5. ধর্মীয় নেতাগণ/লেখনীসমূহ ৭%
6. সাধারন মাধ্যম ৫%

কিশোরীরা তাদের দৃঢ় মতামত জানাতে পারে, তবে তারা প্রায়শই অনিশ্চিত থাকে এবং কেবল অন্য কারও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিধ্বনিতে থাকে। পরিসীমা থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও, এই তথ্য আমাদের আজকের কিশোররা কীভাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে তা দেখিয়ে দেয়।

কিশোররা আমাদের জানায় যে তারা জীবনের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিকনির্দেশের জন্য প্রায়শই পরিবারে ফিরে যান। **জীবনের অর্থ বা সঠিক এবং ভুল কী তা নিয়ে যখন প্রশ্ন আসে তখন পরিবারের সদস্যরা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন।** সেই বন্ধু বা সমবয়সী এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলি কিশোরদের শীর্ষ তিনটি প্রভাবের অংশ, শিক্ষক বা পরামর্শদাতা, ধর্মীয় নেতা বা পাঠ্য এবং সাধারন মিডিয়া তাদের তালিকার চেয়ে নীচে থাকে।

জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউ কী বিশ্বাস করে সেটি এবং নৈতিকতার ব্যাপারে সে কীভাবে আচরণ করে তার গভীর প্রভাব রয়েছে। কিশোর বছরগুলিতে অল্পবয়সীরা যখন তাদের বিশ্বদর্শন - দিকনির্দেশক বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করছেন তখন এই দুটি ভিত্তিমূলক প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা তাদের যৌবনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

যখন নৈতিকতার কথা আসে, লাতিন আমেরিকার কিশোর-কিশোরীরা বিশ্বের অন্য কোনও অঞ্চলের কিশোর-কিশোরীদের চেয়ে পরিবারের প্রতি বেশি দৃঢ়তার সাথে ঝুঁকে পড়ে। লাতিন আমেরিকার ৫ জন কিশোরের মধ্যে ৩ জন বলেছে যে সঠিক এবং ভুল সম্পর্কে তথ্য বা দিকনির্দেশনার জন্য তাদের পরিবারে যেতে হয়। এমনকি যেসব দেশে এরকম শর্তের হার অনেক কম ছিল, সেখানেও পরিবার তাদের দেওয়া উত্তরগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় পছন্দ হিসাবে থেকেছে।

দেশানুক্রমে পরিবার ভাল বা মন্দের বিষয়ে কিরূপ প্রভাবিত করে

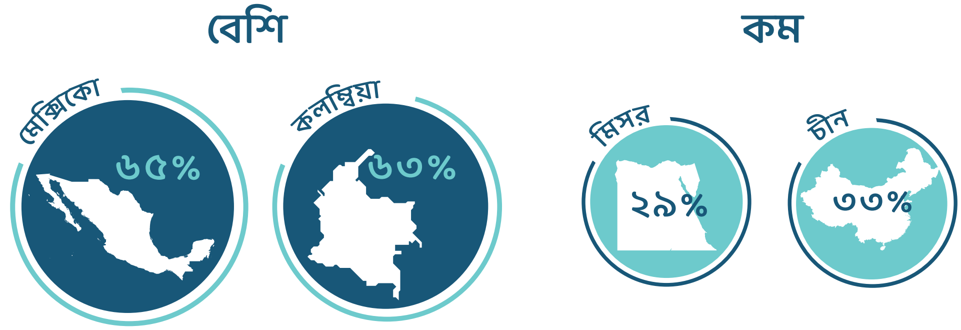

এমনকি যে সকল কিশোর-কিশোরীরা নেতিবাচক পারিবারিক অভিজ্ঞতার কথা জানায় তাদের জন্যও পরিবার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনার কন্ঠস্বর হিসাবে রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্র কিশোর-কিশোরীদের সন্তুষ্টি বিবেচনায় তলানির দেশ। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিশোররা প্রায়শই কোনটি সঠিক বা ভুল (৫২%) এবং জীবনের অর্থ (৪২%) কী সম্পর্কে তথ্য বা নির্দেশনার জন্য পরিবারে যান। এটি পরিলক্ষিত যে, যাত্রায় বাধা ও মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, বাবা-মা এবং পরিবারের সদস্যরা কিশোর-কিশোরীদের জীবনে নির্ভরযোগ্য প্রভাব বজায় রাখে।

কিশোরদের প্রভাবগুলি তাদের ধর্মের উপর নির্ভর করে আলাদা দেখায়। জীবনের অর্থ খুঁজতে দিকনির্দেশনার জন্য খ্রীষ্টিয়ানরা সম্ভবত অন্যান্য কিশোর-কিশোরীদের চেয়ে তাদের পরিবারে বেশি ঝুঁকছে, এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা বন্ধু এবং সমবয়সীদের দিকে কম পরিমাণে যাচ্ছে। ১০ জন খ্রীষ্টিয়ান কিশোরবয়সীর মধ্যে ১ জনেরও কম বলে যে জীবনের অর্থ সম্পর্কে দিকনির্দেশনার জন্য তারা তাদের যাজক বা বাইবেলের কাছে যাচ্ছে।

জীবনের অর্থ- ধর্মীয় প্রভাব

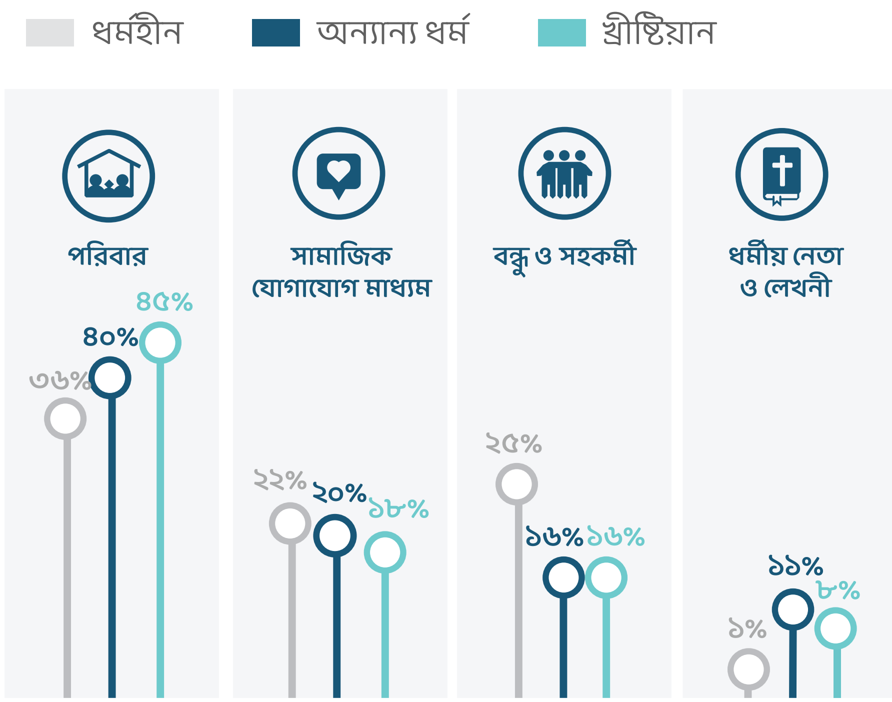

এটি কোনও লেখার ভূল নয়, আমরা এই পয়েন্টটি আবার অনুলিপি করছি কারণ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

খ্রীষ্টিয়ান কিশোরবয়সী ১২ জনের মধ্যে মাত্র ১ জনই বলেছিল যে তারা জীবনের অর্থ সম্পর্কে দিকনির্দেশনার জন্য প্রায়শই তাদের যাজক বা বাইবেলের কাছে যাচ্ছে।

এর আরো গভীরে যেতে এক মিনিট সময় নিন এবং এই প্রজন্মের জন্য প্রার্থনা করুন যারা প্রায়ই সব ভুল জায়গায় সত্য এবং প্রকৃত অর্থের সন্ধান করতে পারে।

লিঙ্গ এবং যৌনতা সম্পূর্ণ ভিন্ন আলাপ

লিঙ্গ এবং যৌনতার আলাপ

1. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম **৩৬%**
2. বন্ধুরা/সহকর্মীগণ **২৩%**
3. পরিবারের সদস্যগণ **২০%**
4. শিক্ষকগণ/পরামর্শদাতাগণ **১১%**
5. সাধারন মাধ্যম **৬%**
6. ধর্মীয় নেতাগণ/লেখনীসমূহ **৪%**

৩ জন কিশোরের ১ জন বলে যে তারা লিঙ্গ, যৌনতা এবং অন্যান্য যৌনতার বিষয়ে তথ্য বা দিকনির্দেশনার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রায়শই ফিরে আসে। কিশোরবয়সীরা প্রায়শই তাদের নির্দেশনার জন্য ইন্টারনেটে ঝুঁকে থাকে; তারপর, তারা তা নিশ্চিত হবার জন্য বন্ধু বা সমবয়সী এবং তৃতীয়ত পরিবারের সাথে পরামর্শ করে। পরিশেষে আবারও ধর্মীয় যাজক বা লেখনীসমূহ তালিকার নীচে পড়ে যায়।

এমনকি খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যেও এই বিষয়গুলির উপর প্রভাব রাখতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলি পরিবারকে শীর্ষ থেকে স্থানচ্যুত করে। এটি দেখায় যখন লিঙ্গের ও যৌনতার বিষয় আসে তখন সামাজিক ধারণার স্বর উচ্চ হয়। এমনকি যারা খ্রীষ্টের পথে হাঁটছে, সংস্কৃতির ধারা তখন তাদের শাস্ত্র বা মন্ডলীর মতো অন্য কণ্ঠস্বরগুলিকে নিমজ্জিত করে রাখে।

তবে, আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান যারা খ্রীষ্ট ধর্মের মূল বিশ্বাসে বিশ্বাসী এবং বাইবেল পড়ে ও প্রার্থনাশীল জীবন কাটায়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখতে পাই। এই কিশোরবয়সীরা তাদের আত্মিক নেতা ও ঈশ্বরের বাক্যের দিকে আরও মনোযোগ দিচ্ছে। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান কিশোররা নামে মাত্র খ্রীষ্টিয়ানদের চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশি তাদের ধর্মীয় নেতা বা গ্রন্থের দিকে নির্দেশনার জন্য যাচ্ছে।

যে বিষয়ে তথ্য বা নির্দেশনার জন্য ধর্মীয় নেতা বা লেখনীর কাছে যাচ্ছে...

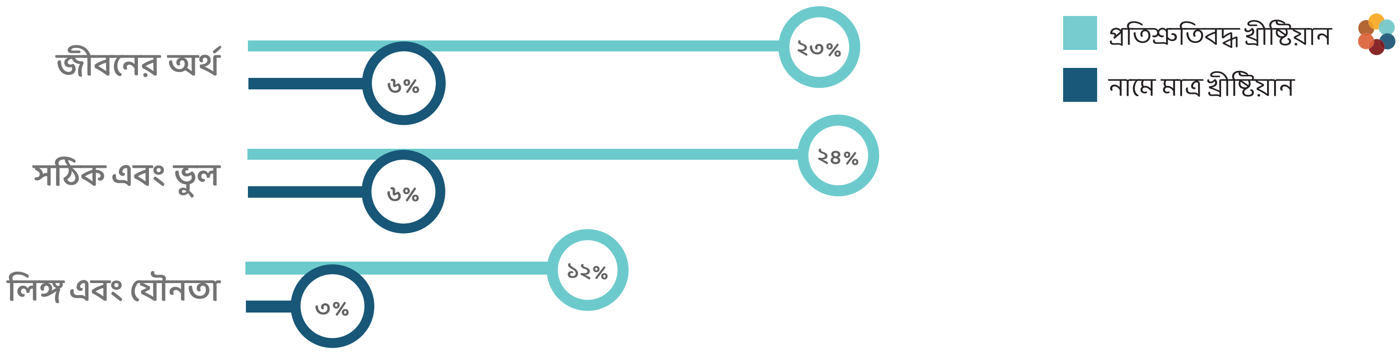

কি তাদের মানষিকতাকে পরিবর্তন করতে পারে

ধারণাসমূহকে তথ্যমূলক করতে এবং আকার দিতে প্রভাবগুলি সহায়তা করে, তবে দিনের শেষে প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সে কী বিশ্বাস করবে এবং এই বিশ্বাসকে কতটা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে।

আমরা ইতিমধ্যে কিশোর-কিশোরীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি মন পরিবর্তন করতে কী দরকার তা আমরা জানতে চেয়েছিলাম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা - যেমন প্রার্থনার উত্তর - তাদের কাছে একটি বিশ্বাস পরিবর্তন করার জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় সুযোগ বলে মনে হয়েছে।

আপনার ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মন পরিবর্তন করার জন্য কোনটি বেশি দরকার?

১. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যেমন প্রার্থনার উত্তর: **৩৭%**
২. অনলাইন বা বইয়ে আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান: **২৬%**
৩. পিতামাতার সাথে আমার আলাপ: **১৮%**
৪. ধর্মীয় নেতাদের থেকে শিক্ষা: **১২%**
৫. আমার বন্ধুর সাথে আলাপ: **৮%**

আবারও, ভারতীয় কিশোর-কিশোরীরা নাটকীয়ভাবে আলাদা ছিল যেখানে প্রায় অর্ধেক (৪৬%) বলেছিল যে তাদের পিতামাতার সাথে কথোপকথনের ফলে তাদের মন পরিবর্তন হবে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলি অনেক কম (১৫%) স্থান পাবে।

কোনও ধর্মের কিশোর-কিশোরীরা তাদের নিজস্ব তদন্তের উপর বেশি নির্ভর করে না, কিন্তু তবুও তারা বলে যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা চালিত হবে। খ্রীষ্টিয়ানরাও অন্যান্য ধর্মের কিশোরদের চেয়ে বেশি মনে করে যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাদের মন পরিবর্তন করবে। সমস্ত ধর্মের মধ্যে, মুসলমানরা* ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং তাদের ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়।

** মুসলমানরা এই বিভাগে অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তম গোষ্ঠী: নীচের চার্টে অন্যান্য ধর্ম রয়েছে।*

ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মন পরিবর্তন করতে সম্ভাব্য কারনসমূহ

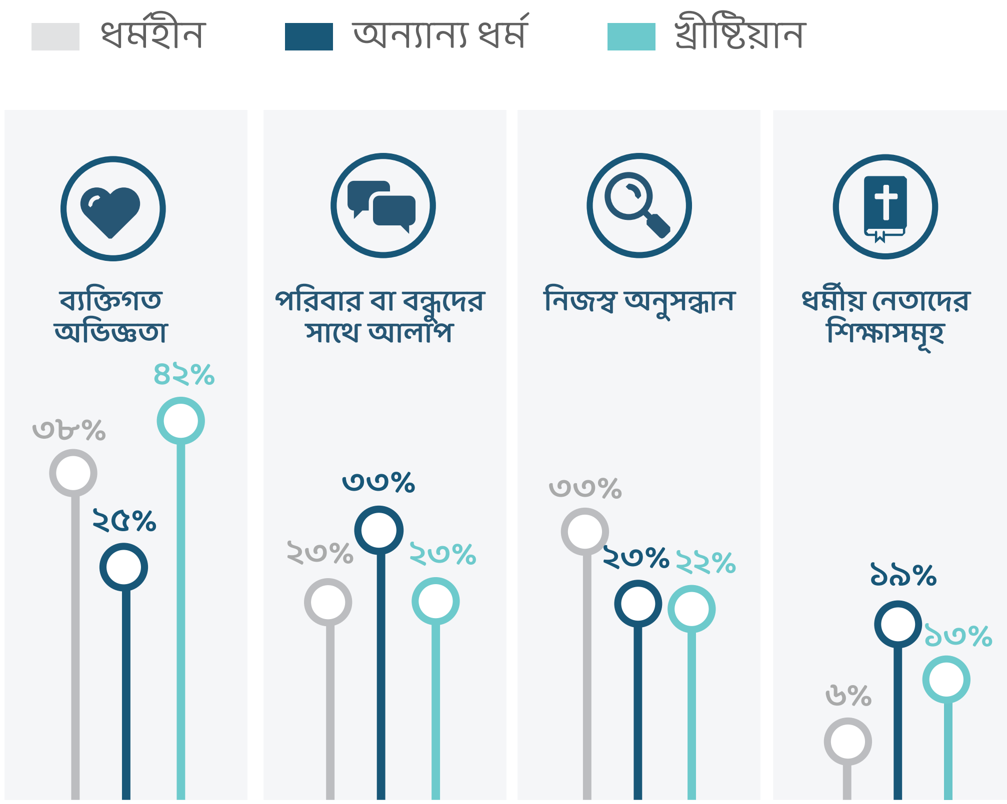

উপসংহার

কিশোর-কিশোরীরা তাদের শীর্ষ প্রভাবশালী ও নির্দেশনাদানকারী কন্ঠস্বরগুলোর কথা বলেছে এবং তা চিহ্নিত করেছে। আমরা কি শুনছি? তাদের প্রতিক্রিয়াগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য এখানে কিছু বিষয় দেওয়া হল:

- **যখন এটি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির সাথে আসে - তখন নির্ভরতার এবং নির্দেশনার জন্য তারা তাদের পরিবারের শরনাপন্ন হয়।** সন্তানের জীবনে কথা বলার এবং সন্তানদের মতামত ও ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করতে পিতামাতার যে অধিকার রয়েছে তা কখনোই তাদের হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়।

- **যখন লিঙ্গ এবং যৌনতার বিষয় আসে তখন সংস্কৃতি দ্বারা শাস্ত্র এবং মন্ডলীকে নিমগ্ন করা হচ্ছে।** সংস্কৃতি- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সহকর্মী দ্বারা উচ্চতর বিস্তৃত, এবং এটি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিশোরদের জন্য মান নির্ধারণ করছে। জনপ্রিয় মতামতের সাথে দ্বন্দ্ব থাকলেও এই বিয়য়ে ঈশ্বরের বাক্য তুলে ধরতে কীভাবে আমরা নেতা হিসাবে পদক্ষেপ নিতে পারি?

- **ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অল্পবয়সীদের জীবনের জন্য অনেক বেশি প্রভাবক।** ইতিমধ্যে খ্রীষ্টের সাথে চলছেন এমন কিশোর-কিশোরীরা তাদের বিশ্বাসের খাঁটি অভিজ্ঞতার জন্য ক্ষুধার্ত থাকে, এমনকি যারা ঈশ্বরকে মানে না তারাও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর মুখোমুখি হলে নিজের মন পরিবর্তন করার জন্য ব্যাকুল। কীভাবে আমরা সেই অভিজ্ঞতাগুলি ঘটার জন্য পরিবেশ এবং সুযোগ তৈরি করতে সহায়তা করতে পারি?

রব হসকিনস এর চিঠি

আমরা কি শুনছি?

এই গবেষণার আলোকে, আমরা এখন সঠিকভাবে জানি যে কে এবং কী আজকের যুব সমাজকে প্রভাবিত করছে। নিজস্ব সংস্কৃতির মাঝে ধার্মিক প্রজন্মকে উত্থাপনের কাজটি অসম্ভব বলে মনে হয়, তবে আমাদের অসম্ভবের ঈশ্বর নন; তিনি অবশ্যম্ভাবী ঈশ্বর।

যদিও আমাদের কিশোরবয়সীরা আজ যা কিছুর মুখোমুখি হচ্ছে আমরা সেই একই জিনিসগুলি অনুভব করতে পারি নি, গবেষণা - এই প্রতিবেদনের মতো - উদ্দীপক। এটি থেকে, আমাদের তরুনরা প্রতিদিনের জন্য কী কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে তার বাস্তবতা নিজের কাছে আনতে পারি।

এই পৃষ্ঠাগুলি স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে যে কিশোর-কিশোরীরা লিঙ্গ এবং যৌনতার মতো বিষয়গুলিতে সংস্কৃতি অনুযায়ী বিজ্ঞ পরামর্শ কামনা করে। আমাদের তরুণদের মধ্যে ব্যক্তিগত সংগ্রাম এবং আত্মঘাতী ধারণা/প্রচেষ্টাগুলির বিস্ময়কর হারগুলি তাদের সাহায্য প্রার্থনার স্পষ্ট চিৎকার। বিশৃঙ্খলার এই সমুদ্রে, হতাশ হবেন না কারণ সুসংবাদ রয়েছে! কিশোর-কিশোরীরা পরিবারগুলিকে জৈবিক বা আধ্যাত্মিক যাই দেখে না কেন - যখন তাদের জীবন সম্পর্কে বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন তারা প্রথম স্থান হিসাবে পরিবারের কাছে আসে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, দেখে মনে হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য, যাজক এবং মন্ডলী পাওয়ার পরও সত্যের এই উৎসগুলির দিকে ফিরার পরিবর্তে আমাদের যুবকরা তারা কে এবং তাদের উদ্দেশ্য কী তার উত্তর পেতে গুগল এবং ইউটিউবে অনুসন্ধান করছে। তাদের বিভ্রান্তি নতুন নয়। প্রকৃতপক্ষে, আমি মনে করি আজকের কিশোরেরা যোহন ১৪:৫-৬তে উল্লিখিত থোমার মত, যখন সে জীবনের অনেক বড় প্রশ্নটি করেছিল, "আমরা কীভাবে পথ সম্পর্কে জানতে পারি?"

যেহেতু আমাদের কিশোর-কিশোরীরা এমন একটি পৃথিবীতে চলার চেষ্টা করে যেখানে সংস্কৃতি বিস্তৃত এবং প্ররোচিত হয়, তাই তাদের সত্যের দিকে পরিচালিত করা আমাদের কাজ। আমাদের অবশ্যই তাদের প্রভু যীশুর দিকে ইঙ্গিত করতে হবে, যিনি সন্দেহ, বিভ্রান্তি এবং প্রশ্নের সাথে এমন শব্দ দিয়ে থোমাকে সাড়া দিয়েছেন যা আজকের দিনের জন্যও সত্য। পরবর্তী প্রজন্মকে জানতে হবে যে তাদের উত্তরগুলি মেঘের মধ্যে নেই, তবে এই পৃথিবী যত জটিল, বিভ্রান্তিকর ও সমস্যাযুক্ত হোন না কেন, তারা সর্বদা সত্য খুঁজে পেতে পারে এবং তাদের জন্য প্রভুর তাদের জন্য প্রভুর এই জবাবই যথেষ্ট:

"আমিই পথ"

ওয়ানহোপ সম্পর্কে

স্থানীয় মন্ডলী, মিনিস্ট্রি এবং বিশ্বজুড়ে সরকারের সাথে পার্টনারশীপের মাধ্যমে, ওয়ানহোপ ১.৬ বিলিয়নেরও বেশি শিশু এবং যুবকদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে পৌঁছেছে। শাস্ত্র সম্পর্কিত প্রোগ্রামগুলি বয়স এবং সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক হওয়ার জন্য দেশি-বিদেশী গবেষণার উপর ভিত্তি করে ওয়ানহোপ কর্তৃক ডিজাইন করা হয়েছে। ১৯৮৭ সাল থেকে ওয়ানহোপ শিশুদের জন্য ঈশ্বরের কাহিনী বুঝতে সাহায্য করেছে, প্রতিটি দেশের বাচ্চাদের এবং যুবকদের সাথে জীবন পরিবর্তনের আশার বার্তা শেয়ার করছে। আরো জানতে ভিজিট করুন, onehope.net

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণায় ২০ টি দেশ জুড়ে ১৩-১৯ বছর বয়সী ৮,৩৯৪ কিশোর-কিশোরীদের সমীক্ষা করা হয়েছে। প্রতিটি দেশে প্রায় ৪০০ কিশোর-কিশোরীর এক একটি প্রতিনিধি দল ৯৫% আস্থাশীল হওয়ার পরিসংখ্যানিক শক্তি সরবরাহ করে, যে শতাংশের ফলাফল ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরদের জন্য সত্য জনসংখ্যার শতাংশের 5% এর মধ্যে ছিল এবং তা পরিসংখ্যানটি পরীক্ষা করার জন্য। বহু দেশীয় অঞ্চল এবং বিশ্বব্যাপী, আত্মবিশ্বাসের মাত্রা বেশি এবং প্রাপ্তি কম ছিল।

ধর্ম ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং তুলনা করতে অর্থপূর্ণ নমুনার আকারের জন্য ৫ টি দেশে (চীন, মিশর, ভারত, জাপান এবং ভিয়েতনাম) কমপক্ষে ১০% উত্তরদাতাকে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল। অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশে, খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমানদের জন্য ন্যূনতম ১০% টার্গেটের নমুনার আকারগুলি ব্যবহার না করেই পূরণ বা আনুমানিক ধরা হয়েছিল। কমপক্ষে ৪০% উত্তরদাতা মহিলা রয়েছেন তা নিশ্চিত করতে কেনিয়ায় একটি নমুনা কোটাও ব্যবহৃত হয়েছিল।

ইন্সট্রুমেন্টটি সেন্টিমেন্ট রিসার্চের মধ্য দিয়ে বিতরণ করা হয়েছিল। মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হিসাবে, উত্তরদাতারা যদি কোনও সাধারণ মনোযোগ-পরীক্ষার প্রশ্নের ভুল উত্তর দেয় তবে তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। গবেষণার উপকরণটিতে ৭০ টি ভিত্তি প্রশ্ন রয়েছে, প্রতিটি অঞ্চলের আগ্রহের নির্দিষ্ট বিষয়গুলি অন্বেষণ করার জন্য বিভিন্ন অতিরিক্ত প্রশ্ন কাস্টমাইজ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ

এই অধ্যয়নের জন্য তথ্য ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে ২৭শে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল। আমরা বিশ্বাস করি যে এই গবেষণাটি কিশোর-কিশোরীদের বিশ্বাস ও আচরণের যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর আগে তারা আশ্রয়ের জায়গা থেকে এবং পৃথকীকরণের আদেশ থেকে ব্যাপক প্রভাব অনুভব করতে শুরু করেছিল যা সম্ভবত অনলাইনে সময় ব্যয় করা এবং বিষণ্ণতা, উদ্বেগ এবং অন্যান্য হিসাবে পরীক্ষা করা মানসিক স্বাস্থ্য সূচকসহ তথ্য পয়েন্টগুলিকে এই অধ্যয়নের অংশ প্রভাবিত করবে বলে আশা করা যেতে পারে। চীন ব্যতীত প্রতিটি দেশেই, কোভিড-১৯ মহামারীজনিত কারণে জাতীয় লকডাউন দেয়ার আগেই তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছিল। সবার আগেই লকডাউন পদ্ধতিসহ মহামারীর কেন্দ্রস্থল হিসাবে চীন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল।

দেশ	তথ্য সংগ্রহের তারিখ
আর্জেন্টিনা	২৭শে ফেব্রুয়ারী - ২রা মার্চ, ২০২০
ব্রাজিল	২৭শে ফেব্রুয়ারী - ১১ই মার্চ, ২০২০
চীন	২৭শে ফেব্রুয়ারী - ৬ই মার্চ, ২০২০
কলম্বিয়া	২৭শে ফেব্রুয়ারী - ২রা মার্চ, ২০২০
মিসর	২৭শে ফেব্রুয়ারী - ৯ই মার্চ, ২০২০
ভারত	২৮শে ফেব্রুয়ারী - ১৭ই মার্চ, ২০২০
ইন্দোনেশিয়া	২৭শে ফেব্রুয়ারী - ৭ই মার্চ, ২০২০
জাপান	২৭শে ফেব্রুয়ারী - ২৩শে মার্চ, ২০২০
কেনিয়া	২৫শে ফেব্রুয়ারী - ২৭শে মার্চ, ২০২০
মেক্সিকো	২৭শে ফেব্রুয়ারী - ২রা মার্চ, ২০২০
হল্যান্ড	২৭শে ফেব্রুয়ারী - ৮ই মার্চ, ২০২০
নাইজেরিয়া	২৪শে ফেব্রুয়ারী - ২০শে মার্চ, ২০২০
পর্তুগাল	৭ই মার্চ - ১৮ই মার্চ, ২০২০
রোমানিয়া	২৮শে ফেব্রুয়ারী - ১৩ই মার্চ, ২০২০
রাশিয়া	২৭শে ফেব্রুয়ারী - ২রা মার্চ, ২০২০
দক্ষিণ আফ্রিকা	২৪শে ফেব্রুয়ারী - ৭ই মার্চ, ২০২০
স্পেন	৭ই মার্চ - ১৩ই মার্চ, ২০২০
যুক্তরাজ্য	২৪শে ফেব্রুয়ারী - ৩রা মার্চ, ২০২০
যুক্তরাষ্ট্র	২৪শে ফেব্রুয়ারী - ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০
ভিয়েতনাম	১৩ই মার্চ - ২৬শে মার্চ, ২০২০

সংজ্ঞা

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান

যে সকল কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে, কিন্তু যিহোবার উইটনেস বা মরমন নয়, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের সাথে একমত:

- ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং তাদের ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে।
- বিশ্বাস করে যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র।
- বিশ্বাস করে যে একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
- বিশ্বাস করে যে বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য।
- নিজে শাস্ত্রপাঠ করে অন্তত সপ্তাহে একবার।
- অন্তত প্রতি সপ্তাহে প্রার্থনায় সময় কাটায়।

নোট রাখুন যে, একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান ক্যাথলিক, সেভেনথ ডে অ্যাডভেনটিস্ট, অর্থোডক্স বা অন্যান্য যে কোন মন্ডলীর যে কেউ হতে পারে।

নামে মাত্র খ্রীষ্টিয়ান

সেসমস্ত কিশোর-কিশোরী যারা নিজেকে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে পরিচিত করে কিন্তু যিহোবার উইটনেস বা মরমন নয়, তবে উপরে বর্ণিত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ানের বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যসমূহের একটিও বা কোনোটি বিশ্বাস বা অভ্যাসে প্রদর্শন করে না।

অন্যান্য ধর্মসমূহ

কিশোর-কিশোরীরা যারা নিজেদের বৌদ্ধ, হিন্দু, যিহুদী, মুসলমান, বা অন্য ধর্মের পরিচয় দেয়।

ধর্মহীন

কিশোর-কিশোরীরা যারা নিজেদের নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, বা এগুলোর কোনটিও বলে না।

প্রশ্ন?

এই গবেষণা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আছে? যোগাযোগ করুন research@hopeducation.org

God's Word. Every Child.

গ্লোবাল ইয়ুথ কালচার, গ্লোবাল রিপোর্ট
কপিরাইট © ২০২১ বাই ওয়ানহোপ, ইনক।
৬০০ এসডব্লিউ থার্ড স্ট্রিট. পমপানো বিচ, এফএল ৩৩০৬০।
onehope.net

শাস্ত্রের উদ্ধৃতিসমূহ পবিত্র বাইবেল, রি-এডিট ওল্ড বাংলা ভার্সন থেকে নেয়া হয়েছে।
কপিরাইট © দি বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০১,
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

গ্লোবাল
ইয়ুথ কালচার

OneHope
God's Word. Every Child.

ওয়ানহোপ। ৬০০ এসডব্লিউ থার্ড স্ট্রিট. পমপানো বিচ, এফএল ৩৩০৬০। ১-৮০০-৪৪৮-২৪২৫। onehope.net